ANNUAL REPORT
2026

Inclusive Finance for a Batter Tomorrow

SOCIO ECONOMIC BACKING ASSOCIATION (SEBA)

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২৫-২৬ অর্থবছর

সংকলন ও সম্পাদনা
এইচআরডি (প্রকাশনা বিভাগ), সেবা।

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
নির্বাহী পরিচালক

সহযোগিতায়
প্রতিষ্ঠানের সকল বিভাগ

প্রকাশকাল
জুলাই, ২০২৬ খ্রি.

প্রতিবেদনের সময়কাল
জুলাই ২০২৫ হতে জুন ২০২৬ খ্রি.

প্রচ্ছদ ও অলংকার
মোঃ আজিজুল হক (ফারুক)

মুদ্রণ
তিথী প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
২৮/সি-১ টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
মোবাইল: ০১৮১৯-২৬৩৪৮১

সোসিও ইকোনমিক ব্যাকিং এসোসিয়েশন (সেবা)
প্রধান কার্যালয়: সেবা টাওয়ার, বিশ্বাস বেতকা, টাঙ্গাইল, বাংলাদেশ।
ফোন নম্বর: +৮৮০২৯৯৭৭-৫১৬০২, +৮৮০২৯৯৭৭-৬২৯৮৮
ই-মেইল: seba.tangail@yahoo.com
ওয়েব সাইট: www.seba-bd.org

কপিরাইট © ২০২৬ সোসিও ইকোনমিক ব্যাকিং এসোসিয়েশন (সেবা) সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

উৎসর্গ

আন্তরিক কৃতজ্ঞতাসহ আমাদের সকল সদস্য, কর্মী, শুভানুধ্যায়ী এবং অংশীজনদের, যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সহযোগিতায় সেবা আজ এই অবস্থানে পৌঁছেছে। তাঁদের প্রতি আমাদের এই অগ্রযাত্রা উৎসর্গিত।

-ঃ সূচিপত্র ঃ-

০৫ সভাপতির বাণী
০৬ মুখবন্ধ
০৯ পরিচালনা পরিষদ
১০ সাধারণ পরিষদ
১২ কার্যনির্বাহী পরিষদ
১৩ বোর্ড অব ডিরেক্টরস্
১৩ সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট
১৪ অর্গানোগ্রাম
১৫ একজনজরে সেবা'র ২৮ বছরের অর্জন

প্রথম অধ্যায়
১৭ সংস্থার পরিচিতি
১৭ আইনগত বৈধতা, ভিশন, মিশন ও উদ্দেশ্য
১৮ জনবল কাঠামো, তহবিলের উৎস, নেটওয়ার্কিং পার্টনার ও চলমান কর্মসূচি
২১ একনজরে সেবা'র তথ্যাবলী (জুন, ২০২৬ পর্যন্ত)
২৩ রেশিও সংক্রান্ত, ক্রমপুঞ্জিভূত তথ্য
২৪ ম্যানেজার্স কনফারেন্স-২০২৬
২৬ সিএম সম্মেলন-২০২৬

দ্বিতীয় অধ্যায়
২৮ মানব সম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচি

তৃতীয় অধ্যায়
৩২ সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ (মাইক্রোক্রেডিট) কর্মসূচি

চতুর্থ অধ্যায়
৪৬ গৃহায়ন কর্মসূচি

পঞ্চম অধ্যায়
৪৮ স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন কর্মসূচি

ষষ্ঠ অধ্যায়
৫২ ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট (ভিডব্লিউবি) কর্মসূচি

সপ্তম অধ্যায়
৫৪ গ্রাম দারিদ্রমুক্তকরণ প্রকল্প

অষ্টম অধ্যায়
৫৬ কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচি

নবম অধ্যায়
৫৮ পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচি

দশম অধ্যায়
৬০ সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি

একাদশ অধ্যায়
৬৪ গণসচেতনতামূলক কর্মসূচি

দ্বাদশ অধ্যায়
৬৭ বিবিধ কর্মসূচি
৭৮ ক্রেডিট রেটিং রিপোর্ট সামারী

ত্রয়োদশ অধ্যায়
৭৯ আর্থিক বিবরণী (অডিট রিপোর্ট জুলাই' ২০২৫ - জুন'২০২৬)
৮৮ উপসংহার

সভাপতির বাণী

সেবা'র ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে। এজন্য আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত। দেশের বিভিন্ন সংকট এবং সেবা'র সংস্থার বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও, বিগত এক বছরে সেবা যতটুকু অগ্রগতি সাধন করেছে, তা গত ২৮ বছরের পথচলায় যেকোনো বছরের তুলনায় অত্যন্ত সন্তোষজনক, যা আমাদের সকলের জন্যই অত্যন্ত আনন্দ ও গর্বের কারণ।

সেবা'র নিবেদিতপ্রাণ কর্মীবাহিনীর চরম ত্যাগের মাধ্যমে আমরা এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়েছি। এজন্য মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। এ সময়ে সার্বিকভাবে সেবা'র ভিত্তি আরও মজবুত হয়েছে এবং বিভিন্ন সূচকে উন্নয়ন ঘটেছে, যা এই প্রতিবেদনে প্রকাশ পেয়েছে। এজন্য বলিষ্ঠ নেতৃত্বদানকারী সেবা'র বোর্ড অব ডিরেক্টরস, টপ ম্যানেজমেন্ট এবং নিবেদিতপ্রাণ কর্মীবাহিনীর প্রতি জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

এই পথচলা থেমে থাকবার নয়। আগামীতেও সেবা একই নিষ্ঠা ও উদ্দীপনায় সমাজের কল্যাণে কাজ করে যাবে–এই প্রত্যাশা নিয়েই আমরা এগিয়ে চলেছি। দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে আমরা আমাদের কার্যক্রম সচল রেখেছি এবং সকলের সহযোগিতায় আগামীতে আরও গতিশীল করতে পারবো, ইনশাআল্লাহ।

এই সাফল্যের পেছনে আমাদের নিবেদিতপ্রাণ কর্মকর্তা-কর্মচারী, সম্মানিত সদস্যবৃন্দ এবং শুভানুধ্যায়ীদের অবদান অপরিসীম। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সেবা'র অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে এবং দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

ভবিষ্যতে "সেবা" আরও আধুনিক ও টেকসই কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সৃষ্টিকর্তা নিশ্চয়ই আমাদের সহায় হবেন। সেবা'র জন্য সকলের নিকট শুভকামনা এবং আন্তরিক সহযোগিতা প্রত্যাশা করি।

"সেবা"-র সাথে সম্পৃক্ত সকল সদস্য, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি তাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবদানের জন্য কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনাদের সহযোগিতা ও আস্থাই আমাদের মূল শক্তি।

পরিশেষে, "সেবা"-র সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আপনাদের অব্যাহত সহযোগিতা ও সমর্থন আমাদের এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা।

ধন্যবাদান্তে-

(তানভীর আহম্মেদ)
সভাপতি

মুখবন্ধ

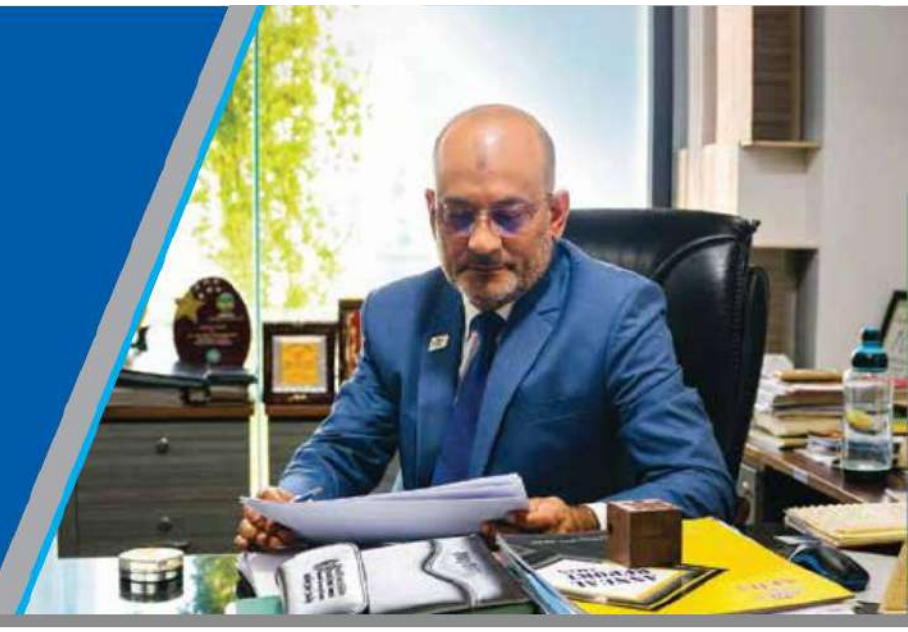

সোসিও ইকোনমিক ব্যাকিং এসোসিয়েশন (সেবা)—একটি নাম, একটি অঙ্গীকার, মানুষের কল্যাণে একটি নিরন্তর যাত্রা। প্রতিষ্ঠানটি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের এই বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের অব্যবহিত পরই ২৯ বছরে পদার্পণ করবে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সেবা শুধুমাত্র একটি প্রতিষ্ঠান নয়; এটি একটি স্বপ্ন, যা গড়ে উঠেছে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা, মানবিকতা এবং উন্নয়নের দৃঢ় প্রত্যয়ে। গত এক বছরে আমাদের পথচলা ছিল চ্যালেঞ্জে ভরা, তবে সেই সাথে ছিল অসংখ্য সাফল্যের গল্প। কারণ মহান সৃষ্টিকর্তার রহমতে আমরা সকলে মিলে এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পেরেছি বলেই সাফল্যের গল্প সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিটি শাখা, প্রতিটি উদ্যোগ এবং প্রতিটি মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সেবা আজ আরও বিস্তৃত, আরও শক্তিশালী। আমরা বিশ্বাস করি, সত্যিকারের উন্নয়ন তখনই সম্ভব, যখন তা মানুষের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনে। সেই লক্ষ্যেই আমাদের প্রতিটি কার্যক্রম, প্রতিটি পদক্ষেপ।

এই বার্ষিক প্রতিবেদনটি শুধুমাত্র একটি প্রকাশনা নয়; এটি আমাদের এক বছরের কর্মযজ্ঞের প্রতিচ্ছবি। এখানে স্থান পেয়েছে আমাদের সাফল্য, অভিজ্ঞতা, শিক্ষা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। এটি আমাদের অগ্রগতির গল্প বলার পাশাপাশি আমাদের দায়িত্ববোধেরও একটি দলিল। আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের সকল সদস্য, কর্মী, শুভানুধ্যায়ী এবং অংশীদারদের, যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সহযোগিতায় সেবা আজ এই অবস্থানে পৌঁছেছে। যাদের প্রতি আমাদের এই অগ্রযাত্রা উৎসর্গিত।

মাঝামাঝি পর্যায়ে এসে যুদ্ধ পরিস্থিতি এবং জ্বালানি তেল সংকট মারাত্মকভাবে চোখে পড়লেও, এর প্রভাবে অন্যান্য সকল ক্ষতি এবং এসবের প্রভাব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করেছে। বিগত বছরগুলোর মতো এবারও আমরা এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়েছি এবং দেশের প্রান্তিক মানুষের সাথে থাকতে পেরেছি। আমাদের জাতিগত বৈশিষ্ট্যের কারণে আমরা সবসময় আশায় বুক বাঁধি, আশাবাদের কিছু কারণও রয়েছে। মাইক্রোক্রেডিট সেক্টরকে পৃষ্ঠপোষকতা–

বছরের মাঝামাঝি সময়ে এসে আমরা একটু হতাশ হয়েছিলাম। কিন্তু আমরা গতি কমাইনি মোটেও, তবে আমাদের পর্যবেক্ষণ প্রকৃত যা ছিল পূর্বের যে কোনো সময়ের তুলনায় বেশ গভীর। এবছর সেবা সংস্থা কর্তৃক লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে যেসব কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হয়েছে, তার উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ এই বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রকাশ পাচ্ছে। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সংকট মোকাবিলা করে, দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আমরা কাজ করে চলেছি।

বরাবরের ন্যায় গত জুলাই ২০২৫-এ আয়োজন করা হয়েছিল সেবা'র যুগান্তকারী ব্যবস্থাপক সম্মেলন। উক্ত সম্মেলনে যেসব ব্যবস্থাপক বিশেষ অবদান রাখতে পেরেছিলেন তাদেরকে সম্মাননা এবং আর্থিক পুরস্কার প্রদান করা হয়। এবারের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুতের সময় ২০২৬-এর ব্যবস্থাপক সম্মেলনের আয়োজন চলছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে "স্লোগান" কে সামনে রেখে "পারফরম্যান্স ডেভেলপমেন্ট" কর্মসূচি বাস্তবায়নে অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক ফলাফল এসেছে। গত ১৭ জানুয়ারি ২০২৬, সেবা'র বিভিন্ন জোনের বিভিন্ন ভেন্যুতে একই দিনে অনুষ্ঠিত হয়েছে সেবার ঐতিহ্যবাহী কমিউনিটি ম্যানেজার তথা কর্মী সম্মেলন। উক্ত সম্মেলনেও যারা ভালো পারফরম্যান্স করতে পেরেছেন তাদেরকে সম্মাননা ও আর্থিক পুরস্কার প্রদান করা হয়।

সেবা'র কর্মএলাকার লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠির প্রয়োজনকে বিবেচনায় রেখে, সেবা সংস্থা বেশ কয়েকটি ঋণ প্রকল্প ও অন্যান্য কিছু বিশেষ কর্মসূচির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। বর্তমানে সংস্থার শাখা অফিসের সংখ্যা ২০১টি, এরিয়া অফিস ৪১টি, যোন অফিস ৯টি, জেলার সংখ্যা ১৯টি, উপজেলার সংখ্যা ১১৩টি, ইউনিয়ন ১১৪০টি, গ্রাম ৭৩৪৬টি, সমিতি সংখ্যা ১৩৭৫২টি, সদস্য সংখ্যা ৩২৭৭৩৬ জন (পুরুষ: ১৮৬৮৭ ও মহিলা: ৩০৯০৪৯) এবং ২৩৯৩৬০ জন ঋণী সদস্যর মধ্যে ১২৭৬.৩৮ কোটি টাকা ঋণস্থিতি নিয়ে সেবা কাজ করে চলেছে। সেবা'র নিবেদিতপ্রাণ কর্মীবাহিনীর নিরলস প্রচেষ্টার ফলে ক্রমাগতভাবে এসব কর্মকান্ডের সম্প্রসারণ ঘটে চলেছে।

দেশের সবচাইতে বেশি কর্মসংস্থানের খাত কৃষি, এজন্য আমরা খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে নিয়োজিত কৃষক সমাজ ও তাদের নতুন নতুন কৃষি উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করে যাচ্ছি। এছাড়া কৃষির সঙ্গে ক্ষুদ্র ও মাঝারি খামারিদের উদ্যোক্তা ঋণসেবা প্রদান করে আসছি। কৃষিখাতের উন্নয়নের জন্য এবছরে আমরা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ঋণ বিতরণ করেছি।

প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই আমরা স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি বাস্তবায়নে নানামুখী কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছি। সংস্থার শুরু, তথা ১৯৯৭ সাল থেকে গ্রামীণ অসহায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য স্বাস্থ্য উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল। এক্ষেত্রে জনবান্ধব সমন্বিত চিকিৎসা ব্যবস্থা, লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক সেমিনার এবং মেডিকেল ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার কর্তৃক চিকিৎসাপত্র দেওয়ার পর বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হয়ে থাকে।

গত বছর থেকে সেবা সংস্থা নিজস্ব অর্থায়ন ও বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ)-এর সহায়তায় দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য বিনামূল্যে চক্ষুসেবা ও ছানি অপারেশন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ পর্যন্ত ৩টি চক্ষু ক্যাম্পে ১৫০ জন রোগীকে পরীক্ষা ও চিকিৎসা সেবা প্রদান এবং ৫০ জন ছানি রোগীর সম্পূর্ণ বিনামূল্যে অপারেশন সম্পন্ন করা হয়েছে। অপারেশনকালীন ও পরবর্তী সময়ে প্রয়োজনীয় সকল সহায়তাও বিনামূল্যে প্রদান করা হয়। এই উদ্যোগের মাধ্যমে উপকারভোগীরা দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে সক্ষম হয়েছেন, যা সংস্থার জন্য অত্যন্ত সন্তোষজনক অর্জন।

সবার জন্য স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে, হেলথ অ্যান্ড এজড মেডিকেল কেয়ার (নিউইয়র্ক, আমেরিকা)-এর সহায়তায় গ্রামীণ অসহায় দরিদ্র জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে যারা চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত–এমন নারী-পুরুষ ও শিশুদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা ও বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করার কাজ চলমান রয়েছে।

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আওতায় সেবা কর্তৃক প্রতিবছর একাধিকবার বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। পাশাপাশি কর্ম এলাকার সংগঠিত সদস্যদের মাঝে বিনামূল্যে ফলজ, বনজ এবং ঔষধি গাছের চারা বিতরণ করা হয়। রাস্তার পাশে বনায়ন, নার্সারি তৈরি উৎসাহিতকরণ এবং বৃক্ষ নিধন রোধে সচেতনতা বৃদ্ধির কাজে আমরা সদা নিয়োজিত। এছাড়া পরিবেশ ও প্রতিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি শাখা, এরিয়া ও জোন অফিসের আঙ্গিনায় প্রচুর ফলজ, বনজ ও ঔষধি বৃক্ষ রোপণ করা হয়ে থাকে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহায়ন তহবিলের আওতায় ২০১১ সাল হতে দরিদ্র, ভূমিহীন ও নিম্নবিত্ত স্বল্প আয়ের জনসাধারণের আবাসনের চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে দীর্ঘমেয়াদে গৃহায়ন ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। সেবা'র কর্ম এলাকার আশ্রয়হীন, অসহায় ও দরিদ্র পরিবারের সদস্য, যাঁদের বসবাসের জন্য উপযুক্ত ঘর নেই–তাঁদেরকে গৃহঋণের আওতায় এনে মজবুত ঘর নির্মাণে অত্যন্ত সহজ শর্তে ঋণ বিতরণ করা হয়ে থাকে। এভাবে আবাসন কর্মসূচিতে আমরা যথাসাধ্য ভূমিকা পালন করে চলেছি।

বাংলাদেশ সরকারের একটি বৃহৎ কর্মসূচি হলো সামাজিক নিরাপত্তামূলক ভিডব্লিউবি (Vulnerable Women Benefit) কর্মসূচি। উক্ত কর্মসূচিতে আমরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছি। এই কর্মসূচির আওতায় দুঃস্থ মহিলাদের সামাজিক সচেতনতা ও আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ, উদ্যোক্তা উন্নয়ন, সঞ্চয় করে স্বাবলম্বী হতে উদ্বুদ্ধকরণ এবং চাহিদার ভিত্তিতে ক্ষুদ্রঋণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে সহজ শর্তে উজ্জীবন ঋণ প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতায় আয়বর্ধনমূলক কাজে যেমন–মৎস্য, পশুসম্পদ, হাঁস-মুরগি পালন, কৃষি যন্ত্রপাতি, তাঁত শিল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসা এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা তৈরিতে ব্যাপকভাবে ঋণ বিতরণ করে তাঁদের স্বাবলম্বীতা অর্জনে সহায়তা করা হচ্ছে।

এসডিজি বাস্তবায়নের মডেল হিসেবে সারাদেশে ৫টি গ্রামকে সম্পূর্ণরূপে দারিদ্র্যমুক্ত করার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। একাজে অর্থায়ন করেছে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ)। সেবা সংস্থা জামালপুর জেলার মেলান্দহ উপজেলায় দেউলাবাড়ী গ্রামে "গ্রাম দারিদ্র্যমুক্তকরণ প্রকল্প" বাস্তবায়ন করে আসছে। গ্রামের দরিদ্র মানুষ সরাসরি আর্থিকভাবে উপকৃত হচ্ছে এবং তাদের জীবনমান উন্নয়ন হচ্ছে। এই প্রকল্পের আওতায় উক্ত গ্রামে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন, প্ল্যাটফর্ম পাকা, টিউবওয়েল, রঙিন টিনের পাকা ঘর, আয়বর্ধনমূলক কাজে ছাগল, গাভী, সেলাই মেশিন ও ভ্যানগাড়ি বিতরণ করা হয়েছে।

সেবা কর্তৃক "এমআরএ-এমএফআই উচ্চশিক্ষা বৃত্তি" কার্যক্রমের বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে। এই কর্মসূচির আওতায় অস্বচ্ছল, অসহায়, অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের অদম্য মেধাবী শিক্ষার্থীদের প্রতি মাসে ৫,০০০/- টাকা করে এমআরএ-এমএফআই উচ্চশিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে, যা তাদের শিক্ষাকাল পর্যন্ত চলমান থাকবে।

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে সামাজিক কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন জেলায় খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। অসহায় দরিদ্র পরিবারের মধ্যে যাঁদের ভ্যান/রিকশা চালানোর সক্ষমতা আছে, তাঁদের মাঝে বিনামূল্যে ভ্যান/রিকশা বিতরণ করা হয়েছে। শীতকালে শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র হিসেবে কম্বল বিতরণ কার্যক্রমও বরাবরের মতো এ বছরেও করা হয়েছে।

সর্বোপরি আমরা আরেকটি সফল বছর অতিক্রম করতে পেরেছি। সেবা'র সহযোগী সংস্থা, দাতা সংস্থা, উপদেষ্টা, সাধারণ পরিষদ ও কার্যনির্বাহী পরিষদের সকল সম্মানিত সদস্যের আন্তরিক সহযোগিতার জন্য আমরা তাঁদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যাঁরা এসব কর্মকাণ্ড পরিচালনায় আমাদের উন্নয়ন সহযোগী সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান-বিশেষ করে এমআরএ, বিএনএফ, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, সমাজসেবা অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, বিভিন্ন ব্যাংক, লিজিং কোম্পানি এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান-যাঁরা আমাদের প্রতিষ্ঠানকে সঠিক দিকনির্দেশনা ও অর্থ সহায়তা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন।

সৃষ্টিকর্তার অপার মহিমায়, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে আমরা এগিয়ে যেতে পেরেছি। সকল কৃতিত্বের দাবিদার সেবা'র নিবেদিতপ্রাণ কর্মীবাহিনী এবং সদস্যগণ, যারা সেবার উন্নয়নে সকলের উন্নয়নে বিশ্বাসী। সেবা'র বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ উপলক্ষে সকল স্তরের কর্মীদের জানাই অকৃত্রিম ভালোবাসা। মহান সৃষ্টিকর্তা আমাদের সকলের সহায় হোন।

(মোঃ রিয়াজ আহম্মেদ লিটন)
নির্বাহী পরিচালক

সাধারণ
পরিষদ
কার্যনির্বাহী
পরিষদ
বোর্ড অব
ডিরেক্টরস্
সিনিয়র
ম্যানেজমেন্ট

সাধারণ পরিষদ

সেবা সংস্থার সাধারণ পরিষদ ২৫ সদস্য বিশিষ্ট। এই পরিষদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নীতিমালা প্রণয়নে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষ বিশেষ করে যারা নিজেদের সামাজিক কর্মকান্ডে জড়িত রেখেছেন তারা এই পরিষদের সদস্য হতে পারেন। এই পরিষদের সদস্যদের অবশ্যই জনকল্যাণে আত্মত্যাগী ও বিনা পারিশ্রমিকে সংস্থার সার্বিক উন্নয়নে দায়িত্ব পালনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হয়। প্রতি অর্থবছরে কমপক্ষে একবার বার্ষিক সাধাণ সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বার্ষিক সাধারণ সভায় সংস্থার কর্মকৌশল, বার্ষিক পরিকল্পনা, বাজেট, এক্সটার্নাল অডিটর নিয়োগ, নতুন বা সংশোধীত নীতিমালা অনুমোদন ও কার্যনির্বাহী পরিষদ সদস্য নির্বাচন ইত্যাদি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

তানভীর আহম্মেদ
সভাপতি

মোঃ কামাল হোসেন
সহ-সভাপতি

মোঃ রিয়াজ আহম্মেদ লিটন
সদস্য সচিব

হাছিনা আক্তার
কোষাধ্যক্ষ

রেহেনা আক্তার
সদস্য

ছবি রানী দাস
সদস্য

মীর নূরুল আমীন
সদস্য

কাজী বাহালুল হক
সদস্য

মোহাম্মদ কামরুজ্জামান
সদস্য

ফরিদা খান
সদস্য

কাজী হাবীবুর রহমান
সদস্য

খঃ আতিকুজ্জামান টুটুল
সদস্য

ডাঃ মোঃ আনোয়ারুল হক
সদস্য

এস.এম. জগলুর হায়দার সোহেল
সদস্য

প্রদীপ সরকার
সদস্য

আজগর আহম্মেদ খান সেলিম
সদস্য

মৌসুমী রহমান
সদস্য

খঃ নূর মোহাম্মদ সোলায়মান শাওন
সদস্য

মোঃ মাহাবুবুর রহমান
সদস্য

মোহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক মিঞা
সদস্য

ড. মোঃ আহসান হাবীব
সদস্য

মোঃ এবরার হায়াত খান ইউসূফজাই
সদস্য

শামসুর রহমান সাম্য
সদস্য

মোঃ লুৎফর রহমান
সদস্য

প্রবীর কুমার দত্ত
সদস্য

বার্ষিক সাধারণ সভা-২০২৬ বক্তব্য রাখছেন সদস্য সচিব জনাব মোঃ রিয়াজ আহম্মেদ লিটন

কার্যনির্বাহী পরিষদ

সাধারণ পরিষদের প্রত্যক্ষ ভোটে কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়ে থাকে। বার্ষিক সাধারণ সভায় কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠিত হয়। কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদকাল ০৩(তিন) বছর। সেবা সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য সংখ্যা দুইজন নারী সদস্যসহ ০৭ (সাত) জন। সংস্থার কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের দায়িত্ব এ পরিষদের উপর ন্যাস্ত। এই পরিষদ সংস্থার প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়নে নির্বাহী পরিচালককে পরামর্শ প্রদান করেন। পদাধিকার বলে নির্বাহী পরিচালক পরিচালনা পর্ষদ ও সাধারন পরিষদের সাচিবিক দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

কার্যনির্বাহী পরিষদ (২০২৫-২০২৮)

তানভীর আহম্মেদ
সভাপতি

মোঃ কামাল হোসেন
সহ-সভাপতি

মোঃ রিয়াজ আহম্মেদ লিটন
সদস্য সচিব

হাছিনা আক্তার
কোষাধ্যক্ষ

রেহেনা আক্তার
কার্যনির্বাহী সদস্য

ছবি রানী দাস
কার্যনির্বাহী সদস্য

মীর নুরুল আমীন
কার্যনির্বাহী সদস্য

বোর্ড অব ডিরেক্টরস্ ঃ

প্রতিষ্ঠানের অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী নির্বাহী পরিচালকের তত্ত্বাবধানে সকল পরিচালকের সমন্বয়ে বোর্ড অব ডিরেক্টরস্ গঠিত। প্রাতিষ্ঠানিক নীতিমালা প্রনয়ণসহ সকল কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বোর্ড অব ডিরেক্টরস্ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

বোর্ড অব ডিরেক্টরস্ এর সদস্যবৃন্দ

মোঃ সাইদুর রহমান মল্লিক
পরিচালক প্রশাসন

মোঃ শাহীনুর ইসলাম
পরিচালক কার্যক্রম

মোঃ মনিরুল হক
পরিচালক অর্থ

সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট

তাপস সরকার
উপ-পরিচালক (হিসাব)

মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ
উপ-পরিচালক (এইচআর এন্ড প্রোগ্রাম)

সমন্বয়কারী-ডিভিশনাল ম্যানেজার ও বিভাগীয় প্রধানগণ

মোঃ নবীন হাসান
সমন্বয়কারী (ক্রেডিট)

আব্দুল হামিদ ফকির
অডিট চীফ

মোঃ মফিজুল ইসলাম
ডিভিশনাল ম্যানেজার

মোঃ একরামুল হক
ডিভিশনাল ম্যানেজার

মোকাম্মেল হক খান
পাবলিকেশন চীফ

মোঃ মোজাহারুল ইসলাম
আইটি চীফ

ORGANOGRAM OF SEBA

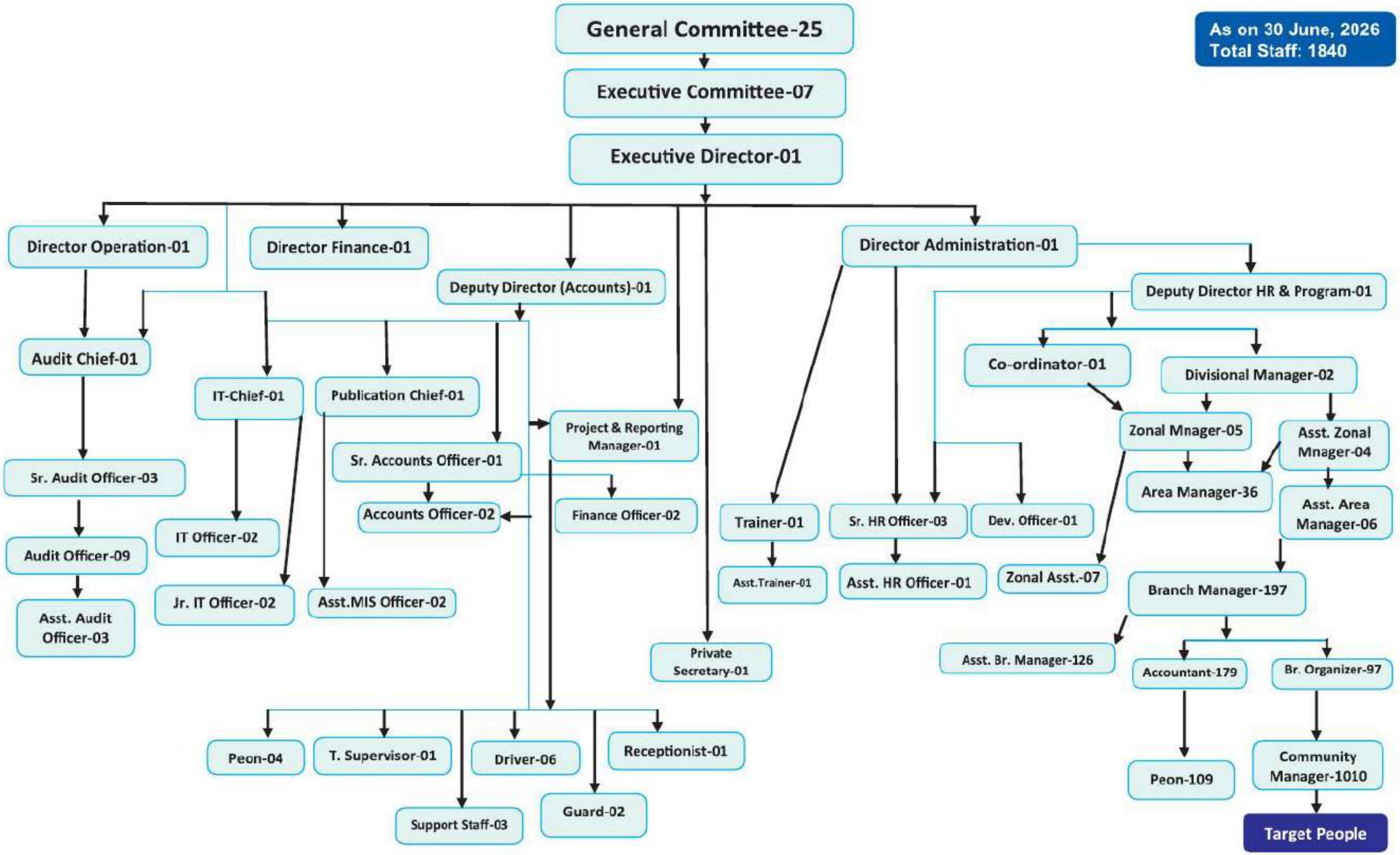

একনজরে
সেবা'র ২৮ বছরের অর্জন

- জেলা ১৯
- উপজেলা ১১৩
- ইউনিয়ন ১১৪০
- গ্রাম ৭৩৪৬
- সমিতি ১৩৭৫২
- শাখা ২০১
- এরিয়া ৪১
- যোন ০৯
- স্টাফ ১৮৪০
- সদস্য ৩২৭৭৩৬
- ঋণী ২৩৯৩৬০
- ঋণ স্থিতি ১২৭৬.৩৮ কোটি
- সঞ্চয় স্থিতি ৬১৯.৪৭ কোটি
- PAR ৫.৯৭%

Managers Conference 2026
SEBA
সাফল্যের ২৪ বছর
Managers Conference 2026

প্রথম অধ্যায়

সংস্থার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, উদ্দেশ্য, মিশন, ভিশন, সহযোগি সংস্থা, তহবিলে উৎস, চলমান কর্মসূচি, নেটওয়ার্কিং অর্গানাইজেশন, সংখ্যা ও পরিমানগত তথ্যসমূহ ঃ

ভূমিকা

সোসিও ইকোনমিক ব্যাকিং এসোসিয়েশন (সেবা) সমাজের পিছিয়ে পড়া, সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, টেকসই জীবিকা নিশ্চিতকরণ এবং তাদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে গত দীর্ঘ ২৮ বছর যাবৎ নিষ্ঠা, সততা ও সাফল্যের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই 'সেবা' মানবকল্যাণ, দারিদ্র্য বিমোচন এবং আত্মনির্ভরশীল সমাজ গঠনের প্রত্যয়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে।

সেবা সমাজসেবা অধিদপ্তর, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এবং মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) কর্তৃক সনদপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ সহায়তাকারী জাতীয় পর্যায়ের একটি উন্নয়ন সংস্থা। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম, সঞ্চয় কর্মসূচি, নারীর ক্ষমতায়ন, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, আয়বর্ধক কার্যক্রম, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সচেতনতা, সামাজিক উন্নয়ন এবং মানবিক সহায়তামূলক উদ্যোগ বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি ইতোমধ্যেই জনগণের আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। দীর্ঘ পথচলায় সেবা তার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা, জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থাপনা, সুদক্ষ ও মানবিক কর্মীবাহিনী, উপকারভোগীবান্ধব কার্যক্রম, প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যবোধ এবং ইতিবাচক সাংগঠনিক সংস্কৃতির মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রথম সারির মাইক্রোক্রেডিট ও উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সকল মহলে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছে। বিশেষ করে তৃণমূল পর্যায়ে পরিচালিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, বিষয়ভিত্তিক ওরিয়েন্টেশন, উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচি এবং সামাজিক সচেতনতামূলক কার্যক্রম সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

এছাড়াও, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) এর বিভিন্ন সূচক ও মূল্যায়নে এবং ক্রেডিট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম (সিডিএফ) কর্তৃক প্রকাশিত র‍্যাংকিংয়ে 'সেবা' সন্তোষজনক ও প্রশংসনীয় অবস্থান ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে, যা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা, দক্ষতা, আর্থিক শৃঙ্খলা এবং উপকারভোগীমুখী সেবার একটি ইতিবাচক প্রতিফলন। এই অর্জন প্রতিষ্ঠানটির প্রতি সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের আস্থা ও বিশ্বাসকে আরও সুদৃঢ় করেছে। বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় 'সেবা' দারিদ্র্য বিমোচন, ক্ষুধামুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা, নারীর অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, টেকসই উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রমের সহযাত্রী হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। ভবিষ্যতেও সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কল্যাণে আরও কার্যকর, যুগোপযোগী ও টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানবিক ও বৈষম্যহীন সমাজ গঠনে 'সেবা' তার অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখবে–এটাই আমাদের দৃঢ় অঙ্গীকার।

আইনগত বৈধতা ঃ সেবা সংস্থার নিম্নলিখিত আইনগত বৈধতা রয়েছে:

- সমাজসেবা অধিদপ্তর: (রেজিষ্ট্রেশন নং- ট-১০৩৩, তারিখ: ১৬-০৬-১৯৯৮)
- এনজিও বিষয়ক ব্যুরো: (রেজিষ্ট্রেশন নং-১৯৩১, তারিখ: ১১-০৫-২০০৪)
- মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ): (সনদ নং-০১১৫১-০০১৪১-০০২৮৭, তারিখ: ১৫-০৬-২০০৮)

ভিশন

দারিদ্র্যমুক্ত, সুখী ও সমৃদ্ধশালী সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

মিশন

সমাজ থেকে দারিদ্র্যের প্রভাব কমিয়ে আনার লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ, স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি ও গণসচেতনতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে দরিদ্র, অসহায় ও পিছিয়ে পড়া মানুষের মাঝে কারিগরি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সেবা প্রদান করা।

উদ্দেশ্য

- নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নে আয়বর্ধনমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা।
- দক্ষ মানবসম্পদ গড়ার লক্ষ্যে কর্মী ও সদস্যদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
- স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা।
- দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে আর্থিক সেবা প্রদান করা।
- লক্ষিত জনগোষ্ঠীকে আত্মনির্ভরশীল করার লক্ষ্যে সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করা।
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- তাঁত শিল্প তথা তাঁতী সম্প্রদায়ের উন্নয়নে বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করা।
- তৃণমূল পর্যায়ে সংগঠন তৈরির মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ব্যবস্থা করা।
- কৃষি সম্প্রসারণের জন্য কৃষকদের মাঝে আধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তর, রাসায়নিক সার বর্জন এবং জৈব সার ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা।
- শিক্ষার হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের পুনরায় বিদ্যালয়মুখী করা।
- সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষায় গণসচেতনতা সৃষ্টি করা।
- আবাসন সমস্যার সমাধানকল্পে গৃহহীন জনগোষ্ঠীকে গৃহ ঋণ প্রদান করা।
- দুঃস্থ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা।

জনবল কাঠামো

সোসিও ইকোনমিক ব্যাকিং এসোসিয়েশন (সেবা) তার কার্যক্রম দক্ষ, অভিজ্ঞ, প্রশিক্ষিত, প্রতিশ্রুতিশীল ও নিবেদিতপ্রাণ জনবলের মাধ্যমে সফলভাবে পরিচালনা করে আসছে। প্রতিষ্ঠানের অগ্রযাত্রা ও সাফল্যের পেছনে সেবা'র কর্মীবাহিনীর আন্তরিকতা, পেশাদারিত্ব ও দায়িত্বশীল ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেবা বিশ্বাস করে যে মানবসম্পদই প্রতিষ্ঠানের মূল শক্তি। এ লক্ষ্যে কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি, নেতৃত্ব উন্নয়ন ও সেবার মানোন্নয়নে নিয়মিত প্রশিক্ষণ, ওরিয়েন্টেশন ও কর্মশালার আয়োজন করা হয়ে থাকে। ৩০.০৬.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত সেবা সংস্থায় মোট ১৮৪০ জন দক্ষ কর্মীবাহিনী কর্মরত রয়েছে।

সহযোগি সংস্থা সমূহ (তহবিলের উৎস) ঃ

সেবা, উন্নয়ন কর্মকান্ড সফলভাবে বাস্তাবায়নের জন্য সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সাথে অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। দেশি-বিদেশি বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগি সংস্থার সার্বিক সহযোগিতা এবং সেবার নিজস্ব তহবিল দ্বারা উন্নয়ন প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখে লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট রয়েছে। নিম্নে সেবা'র তহবিলের উৎস ও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগি এবং ব্যাংক ও লিজিং কোম্পানীসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সমূহ উল্লেখ করা হলো ঃ

- বাংলাদেশ ব্যাংক (গৃহায়ন তহবিল)
- সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি
- এনসিসি ব্যাংক পিএলসি
- ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসি
- ব্যাংক এশিয়া পিএলসি
- স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক পিএলসি

- midlandbank মিডল্যান্ড ব্যাংক পিএলসি
- BDBL বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক পিএলসি
- DHAKA BANK PLC. Career Opportunity ঢাকা ব্যাংক পিএলসি
- Premier Bank service first দি প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসি
- Community Bank • Trust • Security • Progress কমিউনিটি ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি
- মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি
- পূবালী ব্যাংক পিএলসি
- অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি
- SBAC BANK PLC সাউথ বাংলা এগ্রি: এ্যান্ড কমার্স ব্যাংক পিএলসি
- NRBC BANK এনআরবিসি ব্যাংক পিএলসি
- সীমান্ত ব্যাংক পিএলসি
- বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ)
- LankaBangla FINANCE লংকাবাংলা ফাইন্যান্স পিএলসি
- IDLC আইডিএলসি ফাইন্যান্স পিএলসি
- IPDC FINANCE আইপিডিসি ফাইন্যান্স পিএলসি
- ইউনাইটেড ফাইন্যান্স পিএলসি
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তর
- Health Edge হেলথ্ এডজ্ মেডিকেল কেয়ার, নিউইয়র্ক-আমেরিকা

নেটওয়ার্কিং অর্গানাইজেশন (Networking Organization):

Federation of NGO's in Bangladesh (FNB)

Credit & Development Forum (CDF)

NATIONAL YOUTH FOUNDATION of BANGLADESH

Associated Country Women of the World (ACWW)

EuropeAid PADOR: ID BD-2013-EQU-0206061370

চলমান কর্মসূচি (On-Going Program):

মানব সম্পদ উন্নয়ন কর্মসুচি (Human Resource Development Program)

ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি (Micro-Finance Program)

গৃহায়ন কর্মসূচি (Housing Program)

স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন কর্মসূচি (Health Service Program)

ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট (ভিডব্লিউবি) কর্মসূচি (Vulnerable Women Benefit (VWB) Program)

গ্রাম দারিদ্রমুক্তকরণ কর্মসুচি (Village Poverty Eradication Program)

কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচি (Agriculture Development Program)

পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচি (Environment Development Program)

সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি (Social Development Program)

গণসচেতনতামূলক কর্মসূচি (Awareness Program)

একনজরে কর্ম এলাকার সংখ্যাগত তথ্য (৩০ জুন, ২০২৬ পর্যন্ত)

ক্র. নং	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন/পৌরসভা	গ্রাম/মহল্লা	শাখা অফিস	সদস্য সংখ্যা	ঋণী সংখ্যা
১.	টাঙ্গাইল	১২	২৭০	১২৩৭	৪৪	৭৫৭৮১	৬৭১৯১
২.	ময়মনসিংহ	১৩	১৭১	১০৫৮	৩২	৫১৩১১	৩৯৮৮৭
৩.	জামালপুর	১০	১০২	৮৭৬	২৫	৩৯২৫২	২৫৯৯০
৪.	শেরপুর	০৭	৭৪	৫৫০	১২	১৮৩৩৬	১২৮৮৩
৫.	কিশোরগঞ্জ	০৫	৩৫	২৩১	০৮	৭৯২৯	৪৯৬৫
৬.	গাজীপুর	১১	১১০	৬৪৮	১৮	৩২৯৪২	২৪৪৫৭
৭.	মানিকগঞ্জ	১০	৫৬	৫৯১	০৯	১৪৪৮৫	১০১১৫
৮.	ঢাকা	০৮	১০২	৮৯৭	১৭	২৭৭৫৩	১৫৯২৬
৯.	নারায়নগঞ্জ	০৩	০৫	১৫	০০	৮১৫	৬৪১
১০.	সিরাজগঞ্জ	০৯	৬৫	৫২১	০৯	১০৪৮৯	৬৭৭২
১১.	বগুড়া	১৩	১১৫	৬২৯	১৭	৩৪৭৮১	২২৯৪৭
১২.	গাইবান্ধা	০১	০৬	১৫	০১	১৪৯৩	১০৪৫
১৩.	নাটোর	০২	০১	০৮	০০	৮৫০	৫৯৫
১৪.	নওগাঁ	০২	০৪	১০	০১	১৪৪৬	১০১২
১৫.	নরসিংদী	০১	০৫	১২	০১	১৮০২	১২৬১
১৬.	জয়পুরহাট	০১	০৩	১২	০১	১৬৬১	১১৬৪
১৭.	নেত্রকোনা	০৩	১২	২৫	০৪	৫২৫৭	১৯৫১
১৮.	কুড়িগ্রাম	০১	০২	০৬	০২	৮৪৩	৪২২
১৯.	মুন্সিগঞ্জ	০১	০২	০৫	০০	৫১০	১৩৬
	মোট:	১১৩	১১৪০	৭৩৪৬	২০১	৩২৭৭৩৬	২৩৯৩৬০

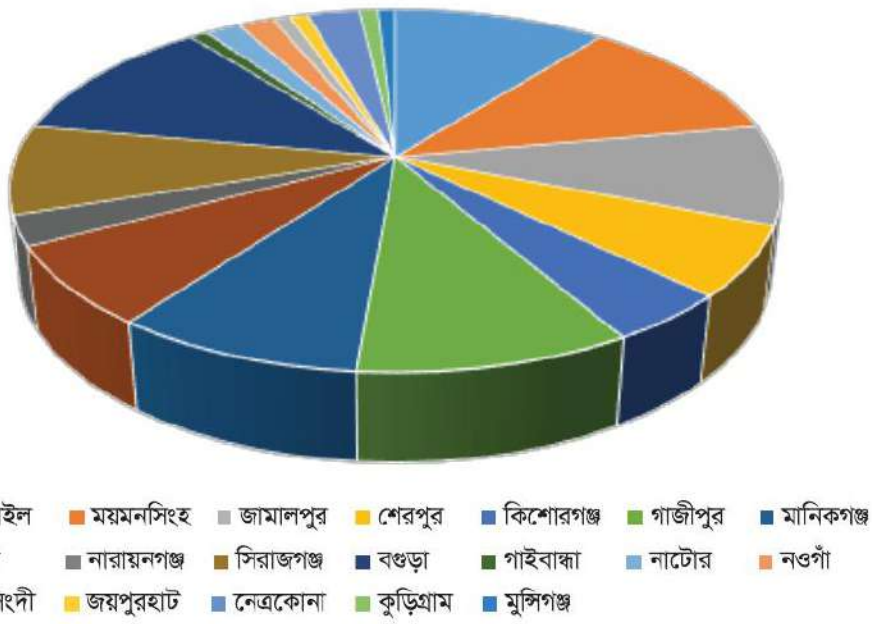

এক নজরে ৩০ জুন ২০২৬ পর্যন্ত সংখ্যা ও পরিমাণগত তথ্য ঃ

বিবরণ	৩০ জুন, ২০২৪	৩০ জুন, ২০২৫	৩০ জুন, ২০২৬	পার্থক্য
জেলা (সংখ্যা)	১৭	১৭	১৯	+
উপজেলা (সংখ্যা)	১০৩	১০৩	১১৩	+
ইউনিয়ন/পৌরসভা (সংখ্যা)	১০২৩	১০৫৭	১১৪০	+
গ্রাম/মহল্লা/ওয়ার্ড (সংখ্যা)	৬০৯৯	৬৬০৬	৭৩৪৬	+
শাখা (সংখ্যা)	১৫৫	১৭৫	২০১	+
এরিয়া (সংখ্যা)	৩১	৩৬	৪১	+
যোন (সংখ্যা)	০৬	০৭	০৯	+
স্টাফ (সংখ্যা)	১৫৮২	১৬৭২	১৮৪০	+
সমিতি (সংখ্যা)	১১০০৪	১২২৯৭	১৩৭৫২	+
সদস্য (সংখ্যা)	২৩৮৬০২	২৮০৪৭২	৩২৭৭৩৬	+
ঋণী সংখ্যা	১৮৭৬৪৬	২০৬৩২১	২৩৯৩৬০	+
সঞ্চয় স্থিতি (টাকা)	২৯৩,৪৮,১৪,১৯৭/-	৪১২,৩৭,৪২,১১৫/-	৬১৯,৪৭,৯৪,৯৭৩/-	+
ঋণস্থিতি (আসল)	৭৩৩,৯৩,০৭,৪৯৭/-	৮৮৫,৮২,২৩,৩০৩/-	১১২৯,২৩,৩০,৪৬৫/-	+
ঋণস্থিতি (সার্ভিস চার্জসহ)	৮২৯,৫২,৭২,৫৫৬/-	১০০০,৯৭,৪৮,১২৭/-	১২৭৬,৩৮,০৩,৯৩২/-	+
উদ্বৃত্ত তহবিল	১১৯,২০,৬৩,৬৬৩/-	১৩৭,৩৫,০৩,৬৬০/-	১৬১,২০,২৮,২৫৯/-	+

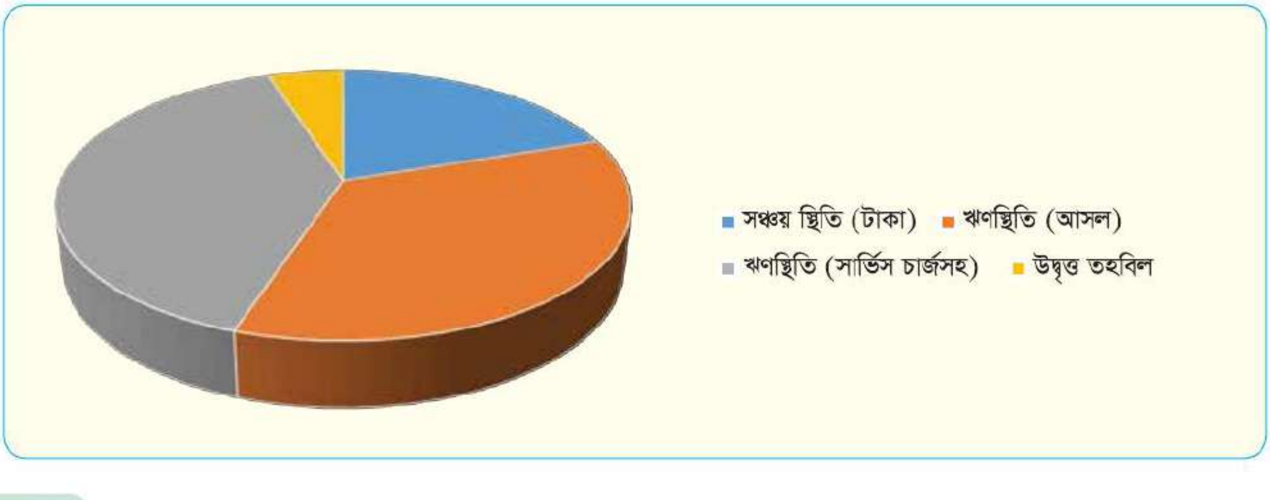

রেশিও সংক্রান্ত তথ্যঃ (জুন ২০২৬ ভিত্তিক)

ক্রম. নং	বিবরণ	৩০ জুন, ২০২৪	৩০ জুন, ২০২৫	৩০ জুন, ২০২৬
	Portfolio at Risk (PAR)	৭.৫৭%	৬.৯০%	৫.৯৭%
	ঋণ আদায় হার (OTR)	৯৭.৪৫%	৯৮.৫৫%	৯৮.৫৭%
	ঋণ আদায় হার ক্রমাগত (CRR)	৯৯.০১%	৯৯.২১%	৯৯.৩৫%
	ঋণ স্থিতির বিপরীতে খেলাপীর হার (DR)	৬.৫৮%	৬.১৬%	৫.৩০%
	বরোয়ার এটরিক্র (BAR)	১০.৬৪%	৯.১৯%	৭.৮৩%
৬.	সদস্যর বিপরীতে ঋণীর হার	৭৮.৬৪%	৭৩.৫৬%	৭৩.০৩%
৭.	ঋণস্থিতির বিপরীতে সঞ্চয়	৩৯.৯৮%	৪৬.৫৫%	৫৪.৮৬%
৮.	সঞ্চয় আদায় হার (%)	৭৭.০৮%	৭৫.৮৯%	৭৫.০০%
৯.	শাখা প্রতি স্টাফ সংখ্যা	১০.২০%	৯.৫৫%	৯.১৫%
১০.	সার্ভিস চার্জ আদায়ের বিপরীতে বেতনের হার	৩৫.৯৩%	৩৫.৯২%	৩৩.৯৭%
১১.	মাঠ কর্মী প্রতি ঋণী	২৪১	২৪৪	২৭৮
১২.	শাখা প্রতি ঋণী	১২১১	১১৭৯	১১৯১
১৩.	শাখা প্রতি সদস্য	১৫৩৯	১৬০৩	১৬৩১
১৪.	শাখা প্রতি সঞ্চয় স্থিতি (কোটি)	১.৯০	২.৩৬	৩.১৬
১৫.	সদস্য প্রতিসঞ্চয় স্থিতি (টাকা)	১২২৯৯	১৪৭০৩	১৯৪২২
১৬.	ঋণী সদস্য প্রতি ঋণস্থিতি (টাকা)	৩৪৭৬৬	৩৫৬৮৯	৪৭১৭৭
১৭.	শাখা প্রতি ঋণস্থিতি (কোটি)	৪.৭৩	৫.৬১	৫.৬২

ক্রমপুঞ্জিভূত তথ্য বিগত ০৩ বছরের ঃ

ক্রম নং	বিবরণ	৩০ জুন, ২০২৪	৩০ জুন, ২০২৫	৩০ জুন, ২০২৬
১.	সঞ্চয় আদায়	২২৯,৮৯,৪৬,৬০০/-	১৫৭৩,০৪,৬৪,৪৭১/-	২০৯৮,২৭,৬৯,০৯৬/-
২.	সঞ্চয় ফেরত	১৮০,৩৪,০০,১২৬/-	১১৬০,৬৭,২১,৮৭৬/-	১৪৭৮,৭৯,৭৪,১২৩/-
৩.	সঞ্চয় স্থিতি	২৯৩,৪৫,৯৪,৩০৪/-	৪১২,৩৭,৪২,৫৯৫/-	৬১৯,৪৭,৯৪,৯৭৩/-
৪.	ঋণ বিতরণ (আসল)	১২৯৪,৬৪,২০,০০০/-	৭৭২৯,২৫,৩০,০০০/-	৯৭৫৩,২৪,৩৭,০০০/-
৫.	ঋণ আদায় (আসল)	১১৭৪,৬৮,৫৮,৯৮৭/-	৬৮৪৩,৪৩,০৮,৪৭৩/-	৮৬২৪,০১,০৬,৫৩৫/-
৬.	ঋণ স্থিতি (আসল)	৭৩৩,৯৩,০৭,৪৯৭/-	৮৮৫,৮২,২১,৫২৭/-	১১২৯,২৩,৩০,৪৬৫/-
৭.	ঋণস্থিতি (সা: চার্জসহ)	৮২৯,৫২,৭২,৫৫৬/-	১০০০,৯৭,৫৭,৯২৭/-	১২৭৬,৩৮,০৩,৯৩২/-
৮.	নিজস্ব মূলধন (সারপ্লাস)	১১৯,২০,৬৩,৬৬৩/-	১৩৭,২২,৬০,০৪৮/-	১৬১,২০,২৮,৯৩২/-

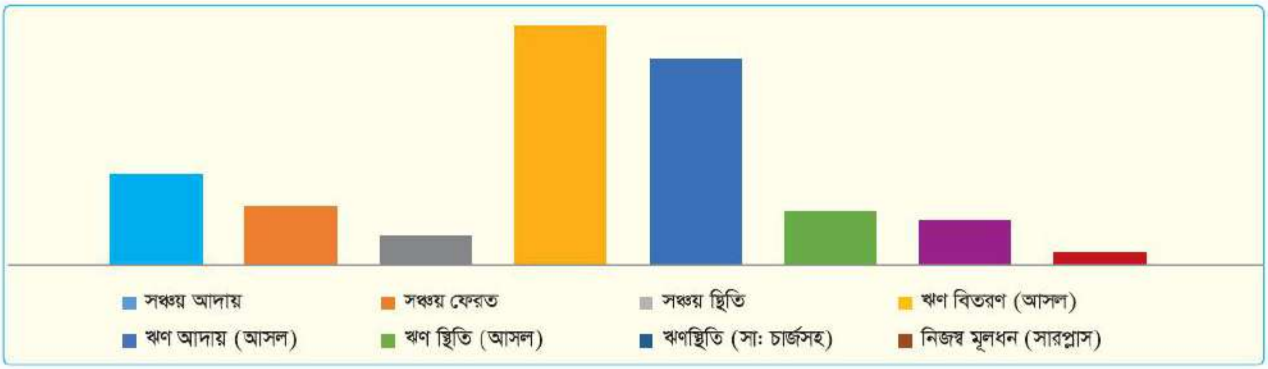

ম্যানেজার্স কনফারেন্স-২০২৬

ম্যানেজার্স কনফারেন্স এর উদ্দেশ্য হলো- শাখা ব্যবস্থাপকদের বাৎসরিক পারফরম্যান্স মূল্যায়ন করে কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁদেরকে সম্মানিত করা এবং পুরস্কার প্রদান। পাশাপাশি পরবর্তী বছরের জন্য সবাইকে উৎসাহ, পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা এবং নতুন অর্থবছরের কর্মসূচি ও বাজেট আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা।

Manager's Conference-2026

Manager's Conference-2026

Manager's Conference-2026

সিএম সম্মেলন-২০২৬

সেবা'র কমিউনিটি ম্যানেজার (মাঠকর্মী) তথা সিএম সম্মেলনের উদ্দেশ্য হলো- প্রতিষ্ঠানের সকল সিএমদের বাৎসরিক পরফরম্যান্স মূল্যায়ন করে কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁদেরকে সম্মানিত করা এবং পুরস্কার প্রদান। পাশাপাশি পরবর্তী বছরের জন্য সবাইকে উৎসাহ, পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা দেয়া। গত ১৭ জানুয়ারী' ২০২৬, শনিবার সংস্থার উদ্যোগে ৭টি যোনে এক যোগে ভিন্ন ভিন্ন ভেন্যুতে সফলভাবে সিএম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

জান্নাত
ডেকোরেটর

সোসিও ইকোনমিক ব্যাংকিং এসোসি

সোসিও ইকোনমিক ব্যাংকিং এসোসিয়েশন (সেবা)
সাভার যোন

জামালপুর যোন

সোসিও ইকোনমিক ব্যাংকিং এসোসিয়েশন (সেবা)
বগুড়া যোন
জনাব মোকাম্মেল হক খান

দ্বিতীয় অধ্যায়

মানবসম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচি
Human Resource Development Program)

কর্মী প্রশিক্ষণ, উপকারভোগী সদস্যদের প্রশিক্ষণ এবং ২০২৬-২৭ অর্থবছরে কর্মীদের প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা

সেবা সূচনালগ্ন থেকে মানবসম্পদ উন্নয়নে কাজ করে আসছে। এসব কাজের আওতায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তাদের জন্য আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি প্রশিক্ষণ এবং পরামর্শ প্রদান অব্যাহত রয়েছে। এই দীর্ঘ পথচলায় হাজার হাজার মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ভূমিকা রেখে আসছে। প্রত্যেক মানুষই একটি সঠিক সুযোগ পেলে টিকে থাকার শক্তি অর্জন করতে পারে এবং সেবা সেই শক্তির বিকাশেই কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে।

অন্যদিকে, প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রম সুষ্ঠু, গতিশীল ও ফলপ্রসূভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে দক্ষ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সোসিও ইকোনমিক ব্যাকিং এসোসিয়েশন (সেবা)-এর মানবসম্পদ বিভাগ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে দক্ষ, যোগ্য, সৎ ও প্রতিশ্রুতিশীল জনবল গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

মানবসম্পদ বিভাগ নিয়োগ প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে কর্মীদের অবসর গ্রহণ পর্যন্ত সার্বিক প্রশাসনিক ও পেশাগত সহায়তা প্রদান করে থাকে। চাকরির আবেদন যাচাই-বাছাই, নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণ, দক্ষ জনবল নির্বাচন, ওরিয়েন্টেশন ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, কর্মীদের কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন, পদোন্নতি, বদলি, ছুটি ব্যবস্থাপনা, শৃঙ্খলা রক্ষা এবং বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণসহ সকল কার্যক্রম এ বিভাগের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এছাড়াও আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কর্মীদের তথ্য সংরক্ষণ ও মানবসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

কর্মী প্রশিক্ষণ:

কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও পেশাগত উন্নয়নের লক্ষ্যে সেবা সংস্থা নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, ওরিয়েন্টেশন ও সক্ষমতা উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে সেবা'র কর্মীদের জন্য ০৯ ধরনের ৪২ টি ব্যাচের আয়োজন করা হয়েছে। এসব প্রশিক্ষণের মধ্যে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মীদের জন্য ওরিয়েন্টেশন, ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা, হিসাবরক্ষণ, নেতৃত্ব উন্নয়ন, তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার, মাঠপর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালনা এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ উল্লেখযোগ্য।

উক্ত প্রশিক্ষণসমূহে মোট ২৫৫৭ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন, যার মধ্যে নারী ৯২৪ জন এবং পুরুষ ১৬৩৩ জন। দক্ষ, জবাবদিহিমূলক ও মানবিক কর্মীবাহিনী গড়ে তোলার মাধ্যমে সেবা সংস্থার মানবসম্পদ বিভাগ প্রতিষ্ঠানের টেকসই উন্নয়ন, সুশাসন এবং কার্যক্রমের গতিশীলতা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে বাস্তবায়িত কর্মী প্রশিক্ষনের তথ্য

ক্র. নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণার্থীর ধরণ	সময়কাল	মোটব্যাচ	মোট প্রশিক্ষণার্থী
১.	প্রি-সার্ভিস ওরিয়েন্টেশন	মনোনীত সকল পদ	০১	০৯	১১২৮
২.	ফাউন্ডেশন ট্রেনিং	নতুন স্টাফ (সকল পদ)	০৫	১৫	৬৪৪
৩.	কম্পিটেন্সি ডেভেলপমেন্ট এন্ড রিফ্রেসার্স ট্রেনিং	চূড়ান্ত নিয়োগ প্রাপ্ত সিএম	০২	০৮	৩২৬
৪.	ডেভলপমেন্ট এন্ড প্রবলেম সলভিং স্কিলস	বিও, এসি	০২	০২	৮৭
৫.	প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং	ভারপ্রাপ্ত বিএম, এবিএম	০২	০৪	২০২
৬.	লিডারশীপ এন্ড প্রোগ্রাম ডেভলপমেন্ট ট্রেনিং	জেডএম, এএম	০২	-	৮০
৭.	আইটি একাউন্টস এন্ড সেলফ ডেভলপমেন্ট ট্রেনিং	বিএম এন্ড এসি (নিউ)	০২	০২	৯০
		মোট		৪০	২৫৫৭

উপকারভোগী সদস্যদের প্রশিক্ষণ :

সেবা সংস্থা কর্মএলাকার উপকারভোগীদের আত্মনির্ভরশীলতা ও টেকসই জীবিকা উন্নয়নের লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক ও জীবনদক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এসব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সদস্যদের বাস্তবমুখী জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়, যাতে তারা সহজে নিজস্ব উদ্যোগে আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হতে পারেন।

প্রশিক্ষণের আওতায় মৎস্য চাষ, গবাদিপশু পালন (ছাগল, ভেড়া, গরু, হাঁস-মুরগি), কৃষি ও বসতবাড়িতে সবজি চাষ, ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনা, তাঁত শিল্প উন্নয়ন, নার্সারি ও কৃষিভিত্তিক উদ্যোক্তা কার্যক্রমসহ বিভিন্ন ট্রেডে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। পাশাপাশি দলগত উন্নয়ন, নেতৃত্ব বিকাশ এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাপ্তাহিক সমিতি সভায় যৌতুক, তালাক, বাল্যবিবাহ ও বহু বিবাহ প্রতিরোধ, মা ও নবজাতকের স্বাস্থ্য ও যত্ন বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে উপকারভোগীদের মাঝে প্রয়োজনীয় উপকরণ, প্রশিক্ষণ ভাতা এবং কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়, পাশাপাশি তাদের আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম শুরু বা সম্প্রসারণের জন্য সহজ শর্তে ঋণ সহায়তাও দেওয়া হয়। এর ফলে উপকারভোগীরা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতায়ও অগ্রগতি অর্জন করছে, যা তাদের জীবনমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে সেবা সংস্থা মোট ২৬৭০ জন উপকারভোগী সদস্যকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে, যা স্থানীয় পর্যায়ে দক্ষ জনশক্তি গঠনে এবং দারিদ্র বিমোচনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ২০২৬-২০২৭ অর্থবছর

ক্র. নং	প্রশিক্ষণের শিরোনাম	অংশগ্রহণকারী লেভেল	সময় কাল	ব্যাচ সংখ্যা	মোট দিন সংখ্যা	সম্ভাব্য প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা	সর্বমোট অংশগ্রহণকারী সংখ্যা
১	প্রি সার্ভিস ওরিয়েন্টেশন	নতুন মনোনীত স্টাফ	০১	১০	১০	১৩৫	১৩৫০
২	ফাউন্ডেশন ট্রেনিং	নতুন চুক্তি বদ্ধ স্টাফ	০৫	২২	১১০	৪০	৮৮০
৩	লিডারশীপ এন্ড প্রোগ্রাম (কর্মশালা)	এএমএন্ড জেডএম লেভেল	০১	০১	০১	৫০	৫০
৪	কম্পিটেন্সি ডেভেলপমেন্ট এন্ড রিফ্রেশার্স	স্থায়ী/অস্থায়ী সিএম	০২	১২	২৪	৪০	৪৮০
৫	লিডারশীপ এন্ড সেল্ফ ডেভেলপমেন্ট	এডভান্স সিএম লেভেল	০২	০২	০৪	৪০	৮০
৬	সলভিং স্কিলস এন্ড প্রবলেম ডেভেলপমেন্ট	বিও, এসি লেভেল	০২	০২	০৪	৪০	৮০
৭	লিডারশীপ ডেভলপমেন্ট	বিএম, ভারপ্রাপ্ত বিএম লেভেল	০২	০৫	১০	৫০	২৫০
৮	অটোমেশন এন্ড আইটি	বিএম এবং এসি (নতুন)	০২	০৪	০৮	৫০	২০০
৯	ম্যানেজারিয়াল স্কিলস ফর আ. ম্যানেজার	বিএম (নতুন)	০২	০৩	০৬	৪০	১২০
	সর্বমোট			৬১	১৭৭	৪৮৫	৩৪৯০

প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে সেবা সংস্থার নির্বাহী পরিচালক

ট্রেনিং সেন্টার ঃ

আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা অব্যাহত রয়েছে।

ঠিকানা	আবাসিক/অনাবাসিক	ধারণ ক্ষমতা	এসি/নন-এসি	ট্রেনিং উপকরণ
সেবা ট্রেনিং সেন্টার : সেবাটাওয়ার, বিশ্বাস বেতকা, ময়মনসিংহ রোড, টাঙ্গাইল	আবাসিক	৩০-১০০ জন	এসি	হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, প্রজেক্টর, ফ্লিপচার্ট, ক্লিপবোর্ড, পোষ্টার, ডাস্টার, ভিভিআইপি কার্ড, সাউন্ড সিস্টেম, নিজস্ব মডিউল, ল্যাপটপ, চেয়ার-টেবিল, মাল্টিমিডিয়া ফ্লিপচার্ট, হোয়াইট বোর্ড, ডিজিটাল ক্যামেরা, এসি, টেলিভিশন ইত্যাদির ব্যবস্থা আছে।
সেবা ট্রেনিং সেন্টার : সেবাভবন, সুপারিবাগান রোড, বিশ্বাস বেতকা, টাঙ্গাইল।	আবাসিক	৩০-৬০ জন		

তৃতীয় অধ্যায়

সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি (Micro-Credit Program)

সঞ্চয় কর্মসূচি

সোসিও ইকোনমিক ব্যাকিং এসোসিয়েশন (সেবা) এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও টেকসই উন্নয়নমূলক কার্যক্রম হলো সঞ্চয় কর্মসূচি। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে সমিতির সদস্যগণ সংস্থার সাথে যুক্ত হওয়ার পর থেকেই নিয়মিতভাবে সাপ্তাহিক ও মাসিক ভিত্তিতে সঞ্চয় জমা করে থাকেন। এই সঞ্চয় অভ্যাস সদস্যদের মধ্যে আর্থিক শৃঙ্খলা, ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা ও পুঁজিগঠন প্রক্রিয়াকে সুদৃঢ় করে তোলে।

সদস্যদের জমাকৃত সঞ্চয়ের উপর নির্ধারিত হারে মুনাফা প্রদান করা হয়, যা তাদের সঞ্চয়ের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি করে এবং দীর্ঘমেয়াদে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে সহায়তা করে। ধীরে ধীরে এই সঞ্চয়ের মাধ্যমে সদস্যরা ছোট ছোট পুঁজিকে বড় আকারে রূপান্তর করার সুযোগ পায়, যা তাদের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা বা স্বনির্ভর জীবিকা গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এছাড়াও, জরুরি বা আপদকালীন পরিস্থিতিতে সদস্যগণ তাদের জমাকৃত সঞ্চয় থেকে নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী অর্থ উত্তোলনের সুযোগ পায়, যা তাদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এবং সংকটকালীন সময়ে সহায়তা প্রদান করে। ৩০ জুন ২০২৬ তারিখ ভিত্তিক সমিতি, সদস্য ও সঞ্চয় সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

ঋণ সমিতিতে বসে সদস্যদের নিকট থেকে সঞ্চয়-কিস্তি কালেকশন করছেন একজন কর্মী।

ক্ষুদ্রঋণ (মাইক্রোক্রেডিট) প্রোগ্রাম

ক্ষুদ্রঋণ বা মাইক্রোক্রেডিট কর্মসূচি আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও টেকসই জীবিকা নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত কার্যকর ও সময়োপযোগী উদ্যোগ হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। আয়-উপার্জন মূলত উৎপাদনশীল কার্যক্রম ও কর্মসংস্থানের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। তাই উৎপাদন ও আয়ের এই ধারাকে আরও গতিশীল, বিস্তৃত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করার ক্ষেত্রে সরকার এককভাবে নয়, বরং উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে এনজিও/এমএফআই (Microfinance Institutions) সমূহও গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে।

এই ধারাবাহিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে সোসিও ইকোনমিক ব্যাকিং এসোসিয়েশন (সেবা) শুরু থেকেই দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। সংস্থার মূল লক্ষ্য হচ্ছে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা, তাদের আয়বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করা এবং ধীরে ধীরে একটি স্বনির্ভর অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ে তোলা।

সেবা'র ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক খাতে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে, যার ফলে স্থানীয় অর্থনীতি শক্তিশালী হচ্ছে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাশাপাশি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা বিকাশ, নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং গ্রামীণ অর্থনীতির বৈচিত্র্য আনয়নে এই কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। সেবা বিশ্বাস করে, সঠিক পরিকল্পিত ও টেকসই ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস, আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি এবং একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে সেবা সংস্থা ১০টি খাতে ২৩৯৪২৪ জন ঋণীর মাঝে ২০২৩,৯৮,১২,০০০/- কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে।

সেবা'র চলমান ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি ঃ

ঋণ বিতরণের উদ্দেশ্যঃ

সামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন এবং জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সেবা সংস্থা ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ঋণ বিতরণের প্রধান উদ্দেশ্য সমূহ নিম্নরূপঃ

(ক) সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করা;
(খ) হতদরিদ্র জনগোষ্ঠী ও নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা;
(গ) সংস্থার ভাবমূর্তি উজ্জ্বল ও গ্রহণযোগ্য রাখা;
(ঘ) প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্বে ও ভিত্তি সুদৃঢ় করা;
(ঙ) কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;
(চ) মহাজনী শোষণ থেকে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে মুক্ত করা;
(ছ) পেশাগত দক্ষতাবৃদ্ধি ও উপযোগী প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা;
(জ) অভ্যন্তরীণ সম্পদের সমাবেশ ঘটানো;
(ঝ) অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনের ব্যবস্থা করা;
(ঞ) সদস্যদের আত্মনির্ভরশীল হিসেবে গড়ে তোলা;
(ট) অর্থনৈতিক সহায়তার মাধ্যমে নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং উদ্যোক্তাদের পুঁজি গঠনে সহায়তা করা;
(ঠ) প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা;
(ড) কৃষি ও অকৃষি খাতকে অগ্রাধিকার দিয়ে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
(ঢ) ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের বিকাশে সহায়তা করা;
(ণ) সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নে সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করা।

সেবাসংস্থা বর্তমানে ১৯টি জেলার আওতাধীন ১১৩ টি উপজেলায় অসহায়, দরিদ্র ও হতদরিদ্র পরিবার সমূহের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। সংস্থাটি মাঠ পর্যায়ে তিন ধরনের ঋণ কার্যক্রম পরিচালনাকরে থাকে, যথাঃ

১। মাইক্রোক্রেডিট (MC)	২। মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ লোন (ME)	৩। স্পেশাল মান্থলী লোন (SML)

সেবা সংস্থা তার কর্মএলাকায় আয়বর্ধনমূলক, উৎপাদনশীল, পরিবেশ বান্ধব ও স্বাস্থ্যসম্মত কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ঋণ বিতরণ করে থাকে। এ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত ১০টি খাত রয়েছে, যথাঃ

১। ক্ষুদ্র ব্যবসা	২। তাঁত শিল্প	৩। কৃষি	৪। গবাদিপশু পালন	৫। হাঁস-মুরগি পালন
৬। মৎস্য চাষ	৭। গৃহায়ন	৮। রিকশা/ভ্যান ক্রয়	৯। নলকূপ স্থাপন	১০। স্যানিটেশন

২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে উল্লিখিত ১০টি খাতে মোট ২০২৩,৯৮,১২,০০০/- কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে এবং ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৯৭৫৩,২৪,৩৭,০০০/- টাকা। বর্তমানে ঋণ কর্মসূচিতে সদস্য সংখ্যা ৩২৭৭৩৬ জন এবং ঋণগ্রহীতার সংখ্যা ২৩৯৩৬০ জন। ঋণ আদায়ের হার ৯৮.৫৭%।

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ

১। ক্ষুদ্র ব্যবসা (Small Business)

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ক্ষুদ্র ব্যবসা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। অল্প পুঁজি, সীমিত পরিসর এবং স্থানীয় সম্পদের ব্যবহারের মাধ্যমে পরিচালিত ক্ষুদ্র ব্যবসা দেশের গ্রামীণ অর্থনীতিকে সচল রাখার পাশাপাশি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আত্মকর্মসংস্থানের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত। বর্তমান সময়ে ক্ষুদ্র ব্যবসা শুধু ব্যক্তিগত আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রেই নয়, বরং স্থানীয় পর্যায়ে নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি, বেকারত্ব হ্রাস এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

শেরপুর বগুড়া শাখার ঋণ গ্রহীতা মোঃ ফরহাদ হোসেন একজন সফল উদ্যোক্তা

সেবা সংস্থা কর্মএলাকার দরিদ্র, নিম্নআয়ের ও বেকার জনগোষ্ঠীকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ব্যবসা খাতে নিয়মিত ঋণ সহায়তা প্রদান করে আসছে। এ ঋণের মাধ্যমে সদস্যরা মুদি দোকান, সবজি ব্যবসা, কাপড় ব্যবসা, কসমেটিকস, চায়ের দোকান, মোবাইল সার্ভিসিং, ক্ষুদ্র পাইকারি ব্যবসাসহ বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ফলে সদস্যদের আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে, পরিবারে আর্থিক স্বচ্ছলতা ফিরে আসছে এবং নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে এ খাতে ৫৮৮৯৮ জন সদস্যের মাঝে ৪৯৭,৮৯,৯৩,০০০/- টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

২। তাঁত শিল্প (Weaving)

তাঁত শিল্প বাংলাদেশের প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। যুগ যুগ ধরে এ শিল্প দেশের গ্রামীণ অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করেছে এবং অসংখ্য মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। কিন্তু আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর বস্ত্রশিল্পের প্রসার, বিদেশি কাপড়ের আগ্রাসন এবং উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি দেশীয় তাঁত শিল্পকে প্রতিনিয়ত চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলছে।

বল্লা শাখার ঋণ গ্রহীতা রাজিয়া আক্তার সুতা গুছানোর কাজ করছেন

সেবা সংস্থা দেশীয় তাঁত শিল্পকে টিকিয়ে রাখা এবং তাঁতশিল্পীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে ঋণ সহায়তা প্রদান করে আসছে। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে তাঁতশিল্পীরা সুতা, তাঁত যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করতে পারছে। পাশাপাশি তাদের দক্ষতা উন্নয়ন, আধুনিক নকশা ও বাজার উপযোগী পণ্য উৎপাদনে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। এর ফলে ঐতিহ্যবাহী তাঁত শিল্পের পুনরুজ্জীবন ঘটছে এবং অনেক পরিবার নতুনভাবে উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে যুক্ত হচ্ছে। ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে তাঁত শিল্প খাতে ১১৯৭১ জন সদস্যকে ১০১,১৯,৯০,০০০/- টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

৩। কৃষি (Agriculture)

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন এবং জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে কৃষি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। কৃষির উন্নয়ন ছাড়া টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়।সেবা সংস্থা কৃষকদের উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে উৎসাহিত করতে সহজ শর্তে কৃষিঋণ প্রদান করে আসছে। এ ঋণের মাধ্যমে সদস্যরা বীজ, সার, কীটনাশক, সেচ ব্যবস্থা, কৃষিযন্ত্র ও জমি চাষাবাদের প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করতে পারছে। ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে, খাদ্য ঘাটতি কমছে এবং কৃষকদের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাশাপাশি কৃষিভিত্তিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অনেক বেকার যুবক ও নারী স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে কৃষি খাতে ৮৪৩০১ জন সদস্যকে ৭১২,৬৪,৩৭,০০০/- টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

সেবা তোরাপগঞ্জ শাখার সদস্য কৃষক আব্দুল হালিম নিজস্ব জমির ধান সংগ্রহ করছেন

৪। গবাদিপশু পালন (Cattle Rearing)

গবাদিপশু পালন বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত। দেশের আমিষের চাহিদা পূরণ, দুধ ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এ খাত বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। স্বল্প পুঁজিতে লাভজনক হওয়ায় গবাদিপশু পালন বর্তমানে দরিদ্র ও বেকার জনগোষ্ঠীর কাছে একটি সম্ভাবনাময় আয়ের উৎস হিসেবে বিবেচিত।

শেরপুর বগুড়া শাখা সদস্য মোঃ সাইদুল ইসলাম ঋণ নিয়ে 'আকাশ ডেইরী ফার্ম' গড়ে তুলেছেন

সেবা সংস্থা কর্মএলাকার সদস্যদের গবাদিপশু পালন বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করতে প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তা প্রদান করছে। এ ঋণের মাধ্যমে সদস্যরা গরু মোটাতাজাকরণ, দুধ উৎপাদন, ছাগল পালন ও ক্ষুদ্র খামার গড়ে তোলার সুযোগ পাচ্ছে। ফলে একদিকে পরিবারের পুষ্টি চাহিদা পূরণ হচ্ছে, অন্যদিকে বাড়তি আয় সৃষ্টি হওয়ায় সদস্যদের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটছে। ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে গবাদিপশু পালন খাতে ১৪৩৬৬ জন উদ্যোক্তার মাঝে ১২১,৪৩,৮৮,০০০/- টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

৫। হাঁস-মুরগি পালন (Poultry Farming)

হাঁস-মুরগি পালন গ্রামীণ অর্থনীতিতে সহজ ও লাভজনক আয়ের অন্যতম উৎস। অল্প পুঁজি ও স্বল্প পরিশ্রমে এ খাত থেকে দ্রুত লাভবান হওয়া সম্ভব হওয়ায় অনেক নারী ও বেকার যুবক এ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হচ্ছে। হাঁস-মুরগি পালন দেশের ডিম ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

সেবা সংস্থা গ্রামীণ নারীদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে তুলতে হাঁস-মুরগি পালন কার্যক্রমে প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তা প্রদান করছে। সদস্যরা এ ঋণের মাধ্যমে ছোট ও মাঝারি আকারের খামার গড়ে তুলছে এবং নিয়মিত আয় করতে সক্ষম হচ্ছে। ফলে পরিবারে আর্থিক স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং নারীদের সামাজিক মর্যাদা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে হাঁস-মুরগি পালন খাতে ১৪৬৫৩ জন সদস্যকে ১২৩,৮৬,৭৬,০০০/- টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

মথুরাপুর শাখা সদস্য রিনা খাতুন ঋণ নিয়ে পোলট্রি ফার্ম পরিচালনা করছেন

৬। মৎস্য চাষ (Fish Cultivation)

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ হওয়ায় মৎস্য খাতের সম্ভাবনা অত্যন্ত ব্যাপক। দেশের বিপুল জনগোষ্ঠী মাছ চাষ, আহরণ, সংরক্ষণ ও বিপণনের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে জীবিকা নির্বাহ করছে। জাতীয় অর্থনীতিতে মৎস্য খাত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার পাশাপাশি দেশের আমিষের চাহিদা পূরণেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

ত্রিশাল শাখা সদস্য মোঃ আলতাফ ব্যাপারী ঋণ নিয়ে নিজস্ব পুকুরে বানিজ্যিকভাবে রুই, মৃগেল ও কার্প জাতীয় মাছ চাষ করে সফল হয়েছেন।

সেবা সংস্থা কর্মএলাকার বেকার ও স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীকে মাছ চাষে উদ্বুদ্ধ করতে ঋণ সহায়তা প্রদান করছে। এ ঋণের মাধ্যমে সদস্যরা পুকুর সংস্কার, মাছের পোনা সংগ্রহ, খাদ্য ক্রয় ও প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করতে পারছে। ফলে মাছ উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে এবং সদস্যদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটছে। ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে মৎস্য চাষ খাতে ১৬৭৬০ জন সদস্যকে ১৪১,৬৭,৮৬,০০০/- টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

৭। রিকশা/ভ্যান ক্রয়ে ঋণ সহায়তা (Rickshaw/Van)

রিকশা ও ভ্যান গ্রামীণ ও শহরতলির নিম্নআয়ের মানুষের আয়ের অন্যতম প্রধান মাধ্যম। অনেক শ্রমজীবী মানুষ দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও অর্থের অভাবে নিজস্ব রিকশা বা ভ্যান ক্রয় করতে পারেন না। ফলে তারা দৈনিক ভাড়াভিত্তিক যানবাহন চালিয়ে সীমিত আয় করতে বাধ্য হন।

সেবা সংস্থা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে রিকশা/ভ্যান ক্রয়ের জন্য ঋণ সহায়তা প্রদান করে থাকে। এ সহায়তার মাধ্যমে সদস্যরা নিজস্ব যানবাহনের মালিক হতে পারছে এবং পরিবহন খাতে কাজ করে নিয়মিত আয় করতে সক্ষম হচ্ছে। এর ফলে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হচ্ছে, পরিবারে আর্থিক স্থিতিশীলতা সৃষ্টি হচ্ছে এবং নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগও তৈরি হচ্ছে। ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে ১০২৯৫ জন সদস্যকে রিকশা/ভ্যান ক্রয়ের জন্য ৮৭,০৩,১৮,০০০/- টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

৮। গৃহঋণ বিতরণ (Housing Loan)

নিরাপদ ও বাসযোগ্য আবাসন মানুষের মৌলিক অধিকার হলেও আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে অনেক দরিদ্র ও অসহায় পরিবার এখনও অনিরাপদ ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস করছে। বিশেষ করে অনেক পরিবার একটি মাত্র ছোট ঘরে স্ত্রী-সন্তানসহ বসবাস করতে বাধ্য হয়। পর্যাপ্ত বাসস্থানের অভাবে সন্তানদের স্বাভাবিক বেড়ে ওঠা ব্যাহত হয় এবং উপযুক্ত পরিবেশ না থাকায় ছেলে-মেয়েদের ভালো বিবাহ দিতেও নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

ঘারিন্দা শাখার ঋণ নিয়ে সুন্দর ঘর তৈরী করেছেন এবং নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করছেন।

সেবা সংস্থা দরিদ্র, গৃহহীন, বিধবা, প্রতিবন্ধী ও স্বামী পরিত্যক্তা সদস্যদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ ঋণের মাধ্যমে সদস্যরা নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত ও টেকসই ঘর নির্মাণের সুযোগ পাচ্ছে। বিশেষ করে যেসব পরিবার দীর্ঘদিন ধরে জরাজীর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করছে, তাদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গৃহঋণ প্রদান করা হয়।

এছাড়াও বন্যা, নদীভাঙন, ঘূর্ণিঝড় ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকেও এ কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়। ঘর নির্মাণের ক্ষেত্রে তুলনামূলক নিরাপদ ও উঁচু স্থান নির্বাচন করা হয়, যাতে ভবিষ্যতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি কমে আসে। গৃহঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে শুধু একটি বাসস্থান নয়, বরং একটি পরিবারের নিরাপত্তা, সামাজিক মর্যাদা ও সুন্দর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে ১০২২৩ জন সদস্যকে ৮৬,৪২,৩৯,০০০/- টাকা গৃহঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

৯। নলকূপ ঋণ (Tube-well)

নিরাপদ পানির অভাবে মানুষ বিভিন্ন পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হয়ে স্বাস্থ্যঝুঁকির সম্মুখীন হয়। বিশেষ করে গ্রামীণ অঞ্চলে নিরাপদ পানির সংকট এখনও একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসেবে বিদ্যমান।সেবা সংস্থা কর্মএলাকার সদস্যদের মাঝে নিরাপদ পানির গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি এবং বিশুদ্ধ পানি ব্যবহারে উৎসাহিত করতে নলকূপ স্থাপনের জন্য ঋণ সহায়তা প্রদান করছে। এ ঋণের মাধ্যমে সদস্যরা নিজ বাড়িতে নলকূপ স্থাপন করতে পারছে, ফলে বিশুদ্ধ পানির সহজলভ্যতা নিশ্চিত হচ্ছে এবং পানিবাহিত রোগের ঝুঁকি কমে আসছে। ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে নলকূপ স্থাপনের জন্য ৯৫৭৭ জন সদস্যকে ৮০,৯৫,৯২,০০০/- টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

শাখার সদস্যরা থালা-বাসন ধোঁয়ার কাজে ও নিয়মিত বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার করছেন।

১০। স্যানিটেশন ঋণ (Sanitation)

স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা একটি সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন সমাজ গঠনের অন্যতম পূর্বশর্ত। নিরাপদ ও উন্নত স্যানিটেশন নিশ্চিত করা গেলে বিভিন্ন সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় এবং মানুষের স্বাস্থ্যঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। সেবা সংস্থা কর্মএলাকার দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি স্যানিটেশন ঋণ প্রদান করে আসছে। বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি ও পরিবেশের উন্নয়নে এ কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে স্যানিটেশন খাতে ৮৩৮০ জন সদস্যকে ৭০,৮৩,৯৩,০০০/- টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

সেবা সংস্থা কর্তৃক স্যানিটেশন ঋণ বিতরনের ফলে গ্রামীণ শিশুরা স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ব্যবহারে অভ্যস্থ হয়েছে

একনজরে ১০টি খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ, আদায় ও স্থিতি সংক্রান্ত তথ্য ঃ

ঋণ বিতরণের খাত	২০২৪-২০২৫ অর্থবছর			২০২৫-২০২৬ অর্থবছর			
	ঋণী সংখ্যা	বিতরণকৃত ঋণ (টাকা)	স্থিতি (আসল)	বিতরণকৃত ঋণী সংখ্যা	বিতরণকৃত টাকার পরিমান	বর্তমান ঋণী সংখ্যা	ঋণ স্থিতি (আসল)
ক্ষুদ্র ব্যবসা	৫০৭১০	৪৪০,৮১,১৯,০০০/-	২৩৬,৬৮,৫৫,৪৭৪/-	৫৮৮৯৮	৪৯৭,৮৯,৯৩,০০০/-	৬০৬৩১	২৯৭,১৯,৫৮,৩৫২/-
তাঁত শিল্প	৯৫৭৮	৮৪,৫৫,০৭,০০০/-	৪২,৯০,৪৯,০৯৩/-	১১৯৭১	১০১,১৯,৯০,০০০/-	১০৬২০	৫৯,৯৩,১২,৬০৫/-
কৃষি	৭৫৪৪৭	৫৩০,৮৯,৮৬,০০০/-	৩০৫,০২,৩৮,১৪৪/-	৮৪৩০১	৭১২,৬৪,৩৭,০০০/-	৮৪৯৮৬	৩৮৫,৭০,৬০,৬০৮/-
গবাদী পশু পালন	১১৩৪৯	৯৫,৪০,২২,০০০/-	৫০,৩৩,২৪,২২৯/-	১৪৩৬৬	১২১,৪৩,৮৮,০০০/-	১৪৮০০	৭৮,১৪,৩৬,২০০/-
হাঁস-মুরগি পালন	১২৮৮১	১০৩,৫৭,৪১,০০০/-	৫০,৭০,৫৭,৫১৮/-	১৪৬৫৩	১২৩,৮৬,৭৬,০০০/-	১৪৭০২	৬২,২৩,৭২,৫১৪/-
মৎস চাষ	১২৩০৪	৯৬,৪৫,০৬,০০০/-	৬৩,৮২,৬৮,৮৮৬/-	১৬৭৬০	১৪১,৬৭,৮৬,০০০/-	১৩৬২১	৭৯,৭১,৩২,৮৯২/-
রিকসা/ভ্যান	৯৫০০	৯৬,৯১,০১,০০০/-	৫১,১১,৫৯,৮৭৯/-	১০২৯৫	৮৭,০৩,১৮,০০০/-	১২০৯৯	৬০,৯৬,২৮,৫০২/-
গৃহায়ন	৮৭৯২	৬১,৭২,০৭,০০০/-	৩১,৫২,৭৭,৬৯৪/-	১০২২৩	৮৬,৪২,৩৯,০০০/-	৯০৫৫	৪৬,৭৪,৭২,০৮৮/-
নলকূপ	৮৬১১	৩১,৮৫,৭৭,০০০/-	২৯,৬৯,২৬,৪১২/-	৯৫৭৭	৮০,৯৫,৯২,০০০/-	৯৮৮৪	৩২,৬১,২৮,৫০৩/-
স্যানিটেশন	৭১৪৯	২৬,১১,৫৭,০০০/-	২৪,০০,৬৪,১৯৯/-	৮৩৮০	৭০,৮৩,৯৩,০০০/-	৮৯৬২	২৫,৯৮,২৮,২০১/-
মোট ঃ	**২০৬৩২১**	**১৫৬৮,২৯,২৩,০০০/-**	**৮৮৫,৮২,২১,৫২৭/-**	**২৩৯৪২৪**	**২০২৩,৯৮,১২,০০০/-**	**২৩৯৩৬০**	**১১২৯,২৩,৩০,৪৬৫/-**

সদস্য কল্যাণ তহবিল (Member Welfare Fund)

মানুষের জীবন অনিশ্চয়তায় পরিপূর্ণ। যে কোনো সময় দুর্ঘটনা, দুরারোগ্য ব্যাধি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা অকাল মৃত্যু একটি পরিবারের আর্থিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। বিশেষ করে দরিদ্র ও নিম্নআয়ের পরিবারগুলোর জন্য এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি অনেক সময় অসহনীয় দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এমন বাস্তবতা বিবেচনায় সেবা সংস্থা সদস্যদের আর্থিক নিরাপত্তা ও মানবিক সহায়তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে "সদস্য কল্যাণ তহবিল" কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

সেবা'র ঋণ কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল সদস্য এ তহবিলের আওতাভুক্ত। এ তহবিলের মূল উদ্দেশ্য হলো সদস্যদের মৃত্যুজনিত ঋণঝুঁকি হ্রাস করা, আপদকালীন সময়ে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা এবং অনিশ্চিত ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় একটি কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা। এর মাধ্যমে সদস্য ও তার পরিবারের উপর ঋণের অতিরিক্ত চাপ কমিয়ে মানবিক সহমর্মিতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়।

কোন সদস্য দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে, দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে মৃত্যুবরণ করলে অথবা স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটলে সদস্য কল্যাণ তহবিলের আওতায় তার ঋণ মওকুফ করা হয়। এছাড়াও ঋণগ্রহীতার ১ম নমিনি মৃত্যুবরণ করলেও নির্ধারিত নিয়মানুযায়ী আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। সদস্য কল্যাণ তহবিল শুধু একটি আর্থিক সহায়তা কর্মসূচিই নয়, বরং এটি সেবা সংস্থার মানবিক দায়বদ্ধতা, সামাজিক নিরাপত্তা ও সদস্যবান্ধব কার্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এ পর্যন্ত সদস্য কল্যাণ তহবিলের আওতায় ১৪২০৮ জন সদস্যকে মোট ৩১,০২,৮৬,১৩৬/- টাকা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

উজ্জীবন ঋণ কর্মসূচি

কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (সিএমএসএমই)

কোভিড-১৯ প্রণোদনা ও উজ্জীবন ঋণ কার্যক্রম ঃ

বিশ্বব্যাপী মহামারি কোভিড-১৯ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল। এ কারণে দেশের নিম্ন ও মধ্যম আয়ের জনগোষ্ঠী মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা, কুটিরশিল্পের সঙ্গে জড়িত পরিবার, প্রান্তিক কৃষক, দিনমজুর, নিম্নআয়ের পেশাজীবী ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা অর্থনৈতিকভাবে চরম সংকটের মুখোমুখি হয়। অনেক ক্ষুদ্র ব্যবসা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয় এবং অসংখ্য মানুষ আয়বিহীন অবস্থায় মানবেতর জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়। এ ধরনের সংকট মোকাবেলায় দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সচল রাখা, কর্মসংস্থান রক্ষা এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে সরকার "আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন স্কিম-২০২০" এর আওতায় বিভিন্ন প্রণোদনা কর্মসূচি ঘোষণা করে।

সেবা, কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর আর্থিক পুনর্বাসন ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করে। এর অংশ হিসেবে সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি হতে ৩০.০০ কোটি টাকা প্রণোদনা ঋণ গ্রহণ করে ক্ষতিগ্রস্ত সদস্য ও উদ্যোক্তাদের মাঝে সফলভাবে বিতরণ করেছে। এ ঋণের মাধ্যমে অসংখ্য ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ী ও কৃষক পুনরায় তাদের অর্থনৈতিক কার্যক্রম শুরু করার সুযোগ পেয়েছে।

এছাড়াও বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ) এর "উজ্জীবন ঋণ" কর্মসূচির আওতায় অত্র প্রতিষ্ঠান এ পর্যন্ত ৬.০০ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করে সফলভাবে মাঠ পর্যায়ে বিতরণ করেছে। উক্ত তহবিলের ঋণ কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি (CMSME) উদ্যোক্তাদের মাঝে বিতরণ করা হয়ে থাকে, যা তাদের আয়বর্ধন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং ব্যবসা সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

অত্র প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ) হতে বার্ষিক ১% সরল সুদে ঋণ গ্রহণ করে এবং প্রশাসনিক ও পরিচালন ব্যয় নির্বাহের লক্ষ্যে উপকারভোগীদের নিকট মাত্র ৪% হারে ঋণ বিতরণ করে থাকে। ফলে উদ্যোক্তাগণ অত্যন্ত স্বল্প ব্যয়ে প্রয়োজনীয় অর্থায়নের সুযোগ লাভ করছেন, যা তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও টেকসই উদ্যোক্তা বিকাশে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

কেইস স্ট্যাডি

ক্ষুদ্র ঋণের সঠিক ব্যবহারে স্বাবলম্বী দুগ্ধ খামারি: আয়াতুন্নেছা

প্রেক্ষাপট: দারিদ্র্য থেকে আত্মনির্ভরশীলতার পথে এগিয়ে যাওয়ার অসংখ্য সফলতার গল্পের মধ্যে আয়াতুন্নেছার গল্প একটি অনুপ্রেরণার নাম। এক সময় সীমিত আয়, আর্থিক অনিশ্চয়তা এবং সংসারের নিত্য প্রয়োজন মেটানোর সংগ্রামে জর্জরিত এই নারী আজ এক জন সফল দুগ্ধ খামারি। সময়োপযোগী আর্থিক সহায়তা, সঠিক পরিকল্পনা, কঠোর পরিশ্রম এবং অদম্য ইচ্ছা শক্তির সমন্বয়ে তিনি নিজের জীবন বদলে দিয়েছেন। তাঁর এই সফলতা প্রমাণ করে, ক্ষুদ্র ঋণের যথাযথ ব্যবহার এক জন মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির কার্যকর হাতিয়ার হতে পারে।

সদস্যপদ, ঋণ সহায়তা ও সফলতার যাত্রা: ১১ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে আয়াতুন্নেছা সোসিও ইকোনমিক ব্যাকিং এসোসিয়েশন (সেবা)-এর হেমায়েতপুর শাখার ০০৬ নং সমিতিতে সাধারণ সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হন। সদস্য হওয়ার পর তিনি বিভিন্ন ধাপে ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণ করেন এবং ঋণের অর্থ পরিকল্পিত ভাবে বিনিয়োগ করে একটি গাভী ক্রয়ের মাধ্যমে দুগ্ধ খামারের যাত্রা শুরু করেন। ধাপে ধাপে খামারের পরিধি বৃদ্ধি করে বর্তমানে তিনি ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) টাকা ঋণ সুবিধা নিয়ে সফল ভাবে তাঁর খামার পরিচালনা করছেন।

পরিবর্তনের গল্প: সদস্য হওয়ার আগে আয়াতুন্নেছা ও তাঁর পরিবারের জীবন ছিল নানা অনিশ্চয়তায় পরিপূর্ণ। স্বামীর সীমিত আয়ের ওপর নির্ভর করে এক ছেলে ও এক মেয়েকে নিয়ে সংসার চালানো ছিল অত্যন্ত কষ্ট সাধ্য। নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করতেই হিমশিম খেতে হতো; অনেক সময় ধার-দেনার আশ্রয় নিতে হয়েছে। সন্তানের লেখাপড়া, পরিবারের ভবিষ্যৎ এবং একটি স্থায়ী আয়ের উৎস গড়ে তোলার স্বপ্ন যেন ক্রমেই অধরা হয়ে উঠছিল। একজন নারী হিসেবে দুগ্ধ খামার গড়ে তোলার ইচ্ছা প্রকাশ করলে অনেকেই তাঁর সক্ষমতা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করতেন এবং নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করতেন। কিন্তু আয়াতুন্নেছা বিশ্বাস করতেন, সুযোগ পেলে কঠোর পরিশ্রমই তাঁর ভাগ্য বদলে দিতে পারে।

সেবা'র ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির আওতায় সময় মতো আর্থিক সহায়তা পাওয়ার পর তিনি নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করেন। ঋণের অর্থ যথাযথ ভাবে বিনিয়োগ, গবাদি পশুর সঠিক পরিচর্যা এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে তাঁর ছোট উদ্যোগটি ধীরে ধীরে একটি লাভ জনক দুগ্ধ খামারে পরিণত হয়। বর্তমানে তাঁর খামারে মোট ১৬টি গবাদি পশু রয়েছে, যার মধ্যে ৮টি দুধের গাভী এবং ৮টি বকনা ও ষাঁড় বাছুর। প্রতিদিন গড়ে ৬০-৭০ লিটার দুধ উৎপাদিত হয়, যা স্থানীয় গোয়ালা ও আশপাশের বিভিন্ন ক্রেতার কাছে নিয়মিত বিক্রি করে তিনি একটি স্থায়ী ও সম্মান জনক আয়ের উৎস গড়ে তুলেছেন।

এখন আয়াতুন্নেছা তাঁর স্বামী ও সন্তানদের নিয়ে স্বচ্ছল ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপন করছেন। এক সময় যে পরিবারটি আর্থিক সংকট ও অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাত, আজ সেই

পরিবার আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখছে। সন্তানের শিক্ষা, পরিবারের প্রয়োজন এবং খামারের সম্প্রসারণ–সব ক্ষেত্রেই তিনি পরিকল্পিত ভাবে এগিয়ে যাচ্ছেন। একই সঙ্গে সমাজে একজন সফল নারী দুগ্ধ খামারি ও উদ্যোক্তা হিসেবে তিনি সম্মান ও স্বীকৃতি অর্জন করেছেন।

উপকারভোগীর অভিমত: আয়াতুন্নেছা বলেন, "সেবা প্রতিষ্ঠানের ঋণ আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। সময় মতো ঋণ না পেলে হয়তো আজকের এই অবস্থানে পৌঁছাতে পারতাম না। ঋণের অর্থ সঠিক ভাবে কাজে লাগিয়ে আজ আমি একজন সফল খামারি। বর্তমানে আমি আমার স্বামী-সন্তানকে নিয়ে স্বচ্ছল ও সুন্দর ভাবে জীবন যাপন করছি। এক সময় সংসার চালাতে যেখানে হিমশিম খেতে হতো, আজ সেখানে নিয়মিত আয় হচ্ছে এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শিখেছি। সমাজেও একজন সফল নারী উদ্যোক্তা হিসেবে সম্মান ও পরিচিতি পেয়েছি। আমি সব সময় সেবা প্রতিষ্ঠানের প্রতি কৃতজ্ঞ এবং নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করাকে নিজের দায়িত্ব মনে করি। আমার বিশ্বাস, পরিশ্রম, সততা এবং ঋণের সঠিক ব্যবহার করলে, যে কেউ নিজের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে।"

প্রভাব ও শিক্ষা: আয়াতুন্নেছার সফলতা ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির কার্যকারিতার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁর অভিজ্ঞতা দেখায়, যথা সময়ে আর্থিক সহায়তা, পরিকল্পিত বিনিয়োগ, কঠোর পরিশ্রম এবং দায়িত্বশীল ঋণ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে একজন নারীও সফল উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন। তাঁর এই অর্জন শুধু পরিবারের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করেনি; বরং সমাজে ইতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এবং অন্যান্য সদস্যদের আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে স্বাবলম্বী হওয়ার প্রেরণা জোগাচ্ছে।

উপসংহার: আয়াতুন্নেছার জীবন সংগ্রাম ও সফলতার গল্প প্রমাণ করে যে, ক্ষুদ্রঋণ কেবল একটি আর্থিক সেবা নয়; এটি মানুষের সম্ভাবনাকে বিকশিত করে টেকসই জীবিকা গড়ে তোলার একটি কার্যকর উন্নয়ন মাধ্যম। সঠিক পরিকল্পনা, নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সঙ্গে ঋণের যথাযথ ব্যবহার একজন মানুষকে দারিদ্রের গণ্ডি পেরিয়ে আত্মনির্ভরশীলতার পথে এগিয়ে নিতে পারে। আয়াতুন্নেছার এই সফলতা সেবা'র ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির ইতিবাচক প্রভাবের একটি উজ্জ্বল উদাহরণ, যা ভবিষ্যতেও নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে অনুপ্রেরণা জোগাবে।

চতুর্থ অধ্যায়

গৃহায়ন কর্মসূচি (Housing Program)
(বাংলাদেশ ব্যাংক, গৃহায়ন তহবিলের অর্থায়নে পরিচালিত)

বাংলাদেশ ব্যাংক গৃহায়ন কর্মসূচিঃ

সেবা সংস্থা প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই দরিদ্র, গৃহহীন ও অসহায় জনগোষ্ঠীর আবাসন সমস্যা নিরসনে কাজ করে আসছে। বিশেষ করে যেসব পরিবারের মাথা গোঁজার নিরাপদ ঠাঁই নেই অথবা যাদের বসত ঘর বসবাসের অনুপযোগী ও জরাজীর্ণ, তাদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। একটি নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান শুধু মানুষের মৌলিক প্রয়োজনই পূরণ করে না, বরং পরিবারে নিরাপত্তা, সামাজিক মর্যাদা এবং মানসিক স্বস্তিও নিশ্চিত করে। দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আবাসন সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক "গৃহায়ন তহবিল" গঠন করে। এ তহবিলের মূল উদ্দেশ্য হলো এমন দরিদ্র ও নিম্নআয়ের জনগোষ্ঠীকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা, যাদের নিজস্ব জমি রয়েছে কিন্তু আর্থিক সংকটের কারণে ঘর নির্মাণ করা সম্ভব হচ্ছে না, অথবা যাদের বিদ্যমান ঘর জরাজীর্ণ ও বসবাসের অনুপযোগী। বিশেষ করে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য সহজ শর্তে ও দীর্ঘমেয়াদে ঋণ সুবিধা নিশ্চিত করার মাধ্যমে নিরাপদ আবাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলাই এ কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্য।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তালিকাভূক্ত এনজিও সমূহের মাধ্যমে সারাদেশে এ ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তালিকাভুক্ত সংস্থাগুলো বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ১.৫০% সরল সুদে ঋণ গ্রহণ করে উপকারভোগীদের মাঝে ৫.৫০% সরল সুদে সর্বোচ্চ ৭ বছর মেয়াদে গৃহ নির্মাণ ঋণ বিতরণ করে থাকে। বর্তমানে গৃহ প্রতি ঋণের সর্বোচ্চ সীমা ২,৫০,০০০/-(দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। গৃহায়ন তহবিলের তালিকাভূক্ত সংস্থা হিসেবে সেবা সংস্থা ২০১১ সাল থেকে অত্যন্ত সুনাম ও সফলতার সাথে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। সেবা সংস্থা কর্তৃক গৃহায়ন কর্মসূচির আওতায় এ পর্যন্ত মোট বিতরনকৃত ঘর ৬৫৯ টি এবং তহবিল কর্তৃক গৃহীত ঋণের পরিমান ৮.১৫ কোটি টাকা। নতুনভাবে ৩৬০টি গৃহনির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

সহজ শর্তে ঋণ প্রদান, কম সুদের হার এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিশোধ সুবিধার কারণে উপকারভোগীরা নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করতে পারছেন, যা এ কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

পঞ্চম অধ্যায়

স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন কর্মসূচি (Health Care Development Program)

স্বাস্থ্য মানুষের মৌলিক অধিকার এবং একটি জাতির সার্বিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান নিয়ামক। সুস্থ জনগোষ্ঠী ছাড়া একটি দেশের টেকসই উন্নয়ন, অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও সামাজিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। কিন্তু বাংলাদেশের প্রান্তিক ও গ্রামীণ অঞ্চলে এখনও দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত ও অসহায় জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত। বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে চিকিৎসা অবকাঠামোর সীমাবদ্ধতা, স্বাস্থ্য সচেতনতার অভাব, অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা এবং দক্ষ চিকিৎসকের স্বল্পতার কারণে নারী, শিশু ও প্রবীণ জনগোষ্ঠী অধিক ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

এ বাস্তবতা বিবেচনায় সেবা সংস্থা প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য সমন্বিত স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হলো প্রতিরোধমূলক, প্রচারমূলক এবং প্রতিকারমূলক স্বাস্থ্যসেবা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য টেকসই স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা। সেবা সংস্থা স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি, রোগ প্রতিরোধ, প্রাথমিক চিকিৎসা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পুষ্টি শিক্ষা, নিরাপদ মাতৃত্ব, পরিবার পরিকল্পনা, জন্ম বিরতিকরণ, পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে নিয়মিত সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে কর্মএলাকার জনগণ স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে এবং বিভিন্ন প্রতিরোধযোগ্য রোগের ঝুঁকি কমে আসছে। সংস্থাটি নিজস্ব তহবিলের পাশাপাশি বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ) এবং আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা হেলথ্ এডজ্ মেডিকেল কেয়ার, নিউইয়র্ক, আমেরিকা-এর অর্থায়নে স্বাস্থ্য উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

বিনামূল্যে মেডিকেল ক্যাম্পেইন (চিকিৎসা এবং ঔষধ প্রদান) ঃ

বিশেষ করে বয়সজনিত নানা জটিল রোগ, চক্ষু সমস্যা, দৃষ্টিশক্তি হ্রাস এবং আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে অনেক মানুষ সময়মতো চিকিৎসা গ্রহণ করতে পারে না। ফলে অনেকেই দীর্ঘদিন কষ্ট ভোগ করেও যথাযথ চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকেন। এ বাস্তবতা বিবেচনায় সেবা কর্মএলাকায় বিনামূল্যে মেডিকেল ক্যাম্পেইন পরিচালনা করে আসছে। এসব ক্যাম্পেইন এর মাধ্যমে অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মাধ্যমে সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা, রোগ নির্ণয়, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরামর্শ এবং বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ করা হয়। বিশেষ করে ৬০ উর্ধ্ব প্রবীণ, অসহায় নারী এবং শারীরিকভাবে দুর্বল ব্যক্তিরা এ কার্যক্রমের মাধ্যমে সরাসরি উপকৃত হচ্ছেন।

বিনামুল্যে চক্ষুসেবা ও ছানি অপারেশন কর্মসূচি ঃ

সোসিও ইকোনমিক ব্যাকিং এসোসিয়েশন (সেবা) বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ)-এর নিয়মিত অনুদান কর্মসূচির আওতায় দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য বিনামূল্যে চক্ষুসেবা ও ছানি অপারেশন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে।এ কর্মসূচির আওতায় ০৩টি বিশেষ চক্ষু মেডিকেল ক্যাম্পিং-এর আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত ক্যাম্পিং থেকে ১৫০ জন রোগীকে অভিজ্ঞ চক্ষু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মাধ্যমে চোখের প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা, চিকিৎসা পরামর্শ এবং প্রেসক্রিপশন সেবা প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়াও চক্ষু পরীক্ষার মাধ্যমে শনাক্তকৃত ছানি রোগে আক্রান্ত অসহায়, দরিদ্র ও চিকিৎসাসেবা থেকে বঞ্চিত রোগীদের মধ্য থেকে ৫০ জনের জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ছানি অপারেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অপারেশনকালীন ও পরবর্তী সময়ে রোগীদের প্রয়োজনীয় সকল সহায়তা হিসেবে কালো চশমা, ক্লিনিং-এ থাকা-খাওয়া, যাতায়াত সুবিধা এবং প্রয়োজনীয় সকল ঔষধ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রদান করা হয়েছে।অভিজ্ঞ চক্ষু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এ কার্যক্রমের মাধ্যমে উপকারভোগীরা দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়ে স্বাভাবিক জীবনযাপনে ফিরে আসার সুযোগ লাভ করেছেন।মানবিক ও কল্যাণমূলক এই উদ্যোগ সমাজের অসহায় জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ এবং তাদের জীবনমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হেলথ কেয়ার প্রজেক্ট

সচেতনতার অভাব, পুষ্টিহীনতা, পর্যাপ্ত চিকিৎসা সুবিধার স্বল্পতা এবং প্রসব-পূর্ব ও প্রসব-পরবর্তী পরিচর্যার অভাবে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মা ও শিশু এখনও নানা স্বাস্থ্যঝুঁকির সম্মুখীন হচ্ছে। বিশেষ করে গর্ভবতী নারীদের সচেতনতার অভাব মা ও শিশু মৃত্যুর অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচিত। শহরাঞ্চলের তুলনায় গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবার সীমাবদ্ধতার কারণে এ ঝুঁকি আরও বেশি প্রকট। এ প্রেক্ষাপটে সেবা সংস্থা আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা হেলথ্ এডজ্ মেডিকেল কেয়ার, নিউইয়র্ক, আমেরিকা-এর আর্থিক সহায়তায় "মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হেলথ কেয়ার প্রজেক্ট" বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের আওতায় গর্ভবতী নারী, প্রসূতি মা এবং শিশুদের জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরীক্ষা, চিকিৎসা পরামর্শ, পুষ্টি বিষয়ক নির্দেশনা, টিকাদান সচেতনতা এবং প্রসব-পূর্ব ও প্রসব-পরবর্তী পরিচর্যা নিশ্চিত করা হচ্ছে।

গত অর্থবছরে এ প্রকল্পের আওতায় ০৬টি বিশেষ মেডিকেল ক্যাম্পেইন পরিচালনার মাধ্যমে অসংখ্য মা ও শিশুকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, চিকিৎসা পরামর্শ এবং বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় ওষুধ বিতরণ করা হয়েছে। এর ফলে মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে, স্বাস্থ্যঝুঁকি হ্রাস পেয়েছে এবং নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ইতিবাচক অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। সেবা সংস্থা বিশ্বাস করে, একটি সুস্থ সমাজ গঠনের জন্য দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট (ভিডব্লিউবি) কর্মসূচি
(Vulnerable Women Benefit (VWB) Program)

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিচালিত ভিজিডি/ভিডব্লিউবি কর্মসূচি বাংলাদেশের গ্রামীণ দুঃস্থ ও সুবিধাবঞ্চিত নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাস্তবায়িত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি। এ কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হলো দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ পরিবার, বিশেষ করে নারীদের জীবনমানের উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং আত্মনির্ভরশীল হিসেবে গড়ে তোলা।

দেশের মোট জনসংখ্যার একটি বৃহৎ অংশ নারী হওয়া সত্ত্বেও এখনও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে প্রত্যাশিতভাবে অংশগ্রহণ করতে পারছেন না এবং তাঁদের সক্ষমতা ও শ্রম যথাযথ উৎপাদনশীল খাতে ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না। এই বাস্তবতায় ভিডব্লিউবি কর্মসূচি দারিদ্র পীড়িত ও দুঃস্থ গ্রামীণ নারীদের খাদ্য সহায়তা, দক্ষতা উন্নয়ন এবং আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের ধারায় সম্পৃক্ত করার কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।

উক্ত কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগী নারীদের প্রতি মাসে ৩০ কেজি প্যাকেটজাত খাদ্যশস্য (চাল) প্রদান করা হয়। পাশাপাশি তাঁদের জীবনদক্ষতা উন্নয়ন, সচেতনতামূলক শিক্ষা এবং বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক (IGA) বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়, যাতে তাঁরা আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও পরিবারভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হতে পারেন। সোসিও ইকোনমিক ব্যাকিং এসোসিয়েশন (সেবা) দীর্ঘদিন ধরে সফলতার সাথে ভিডব্লিউবি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে।

২০২৩-২০২৪ চক্রে টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর ও ঘাটাইল উপজেলায় মোট ২৪৭৩ জন ভিডব্লিউবি উপকারভোগীকে অন্তর্ভুক্ত করে কর্মসূচির কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। সম্প্রতি ২০২৫-২০২৭ অর্থবছরের জন্য টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর ও মানিকগঞ্জ সদর উপজেলায় ৩৭১৭ জন ভিডব্লিউবি উপকারভোগীকে অন্তর্ভুক্ত করে নতুন চক্রের কার্যক্রম বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে।

ভিডব্লিউবি কর্মসূচির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ:

- ভিডব্লিউবি উপকারভোগী নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক উন্নয়ন সাধন করা।
- আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম (IGA) বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

- উপকারভোগী পরিবারসমূহের দৈনন্দিন খাদ্য চাহিদা পূরণে সহায়তা প্রদান করা।
- খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা, পুষ্টিহীনতা, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ও নিম্ন সামাজিক মর্যাদার অবস্থা থেকে উত্তরণে সহায়তা করা।
- উপকারভোগীদের জীবনদক্ষতা, ব্যবহারিক জ্ঞান ও মানব উন্নয়নমূলক সক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করা।
- প্রশিক্ষণ ও সচেতনতামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারীদের দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন এবং আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করা।
- স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তোলা।

জীবন দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ ঃ

জীবন দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হচ্ছে অতি দরিদ্র ও দরিদ্র মহিলাদের জীবন-জীবিকার মান উন্নয়ন করা। প্রশিক্ষণে যে সকল বিষয়বস্তু অর্ন্তভূক্ত রয়েছে তা হলো: (১) খাদ্য ও পুষ্টি, (২) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, (৩) এইচআইভি/এইডস্, (৪) স্বাস্থ্য ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, (৫) নারীর ক্ষমতায়ন।

আয় বৃদ্ধিমূলক দক্ষতা প্রশিক্ষণ ঃ

আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হচ্ছে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত করে তাদের জীবন-জীবিকার মান উন্নয়ন ও আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা। প্রশিক্ষণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ হচ্ছে: (১) হাঁস-মুরগি পালন, (২) বাড়ীর আঙীনায় সবজি চাষ, (৩) গাভী ও ছাগল পালন ও (৪) ক্ষুদ্র ব্যবসা ব্যবস্থাপনা।

সপ্তম অধ্যায়

"গ্রাম দারিদ্রমুক্তকরণ প্রকল্প (Village Poverty Eradication Project)

এসডিজি-২০৩০ বাস্তবায়নের অন্যতম প্রধান অঙ্গীকার হলো দারিদ্র নিরসন, বৈষম্য হ্রাস এবং টেকসই মানব উন্নয়ন নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্য অর্জনের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দারিদ্র বিমোচনের একটি কার্যকর ও অনুসরণযোগ্য মডেল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সারাদেশে নির্বাচিত ৫টি গ্রামকে সম্পূর্ণরূপে দারিদ্রমুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। উক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন দক্ষ ও অভিজ্ঞ ৫টি সহযোগী এনজিও'র মাধ্যমে "গ্রাম দারিদ্রমুক্তকরণ প্রকল্প" বাস্তবায়নের কার্যক্রম হাতে নেয়। সহযোগী প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে সোসিও ইকোনমিক ব্যাকিং এসোসিয়েশন (সেবা) অন্যতম বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে জামালপুর জেলার মেলান্দহ উপজেলা-এর ০৪ নং নাংলা ইউনিয়নের দেউলাবাড়ী গ্রামে প্রকল্পটির কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রাথমিক ধাপে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের নির্দেশিকা অনুসরণ করে গ্রামের প্রতিটি পরিবারের খানা জরিপ পরিচালনা করা হয়। জরিপের মাধ্যমে অতি দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত ও ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারসমূহকে চিহ্নিত করে তাদের প্রয়োজন ভিত্তিক সহায়তা প্রদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো দরিদ্র পরিবারসমূহকে টেকসই আয়মুখী কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা, স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাত্রা নিশ্চিত করা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তোলা।

এ পর্যন্ত" গ্রাম দারিদ্রমুক্তকরণ প্রকল্প"-এর আওতায় দেউলাবাড়ী গ্রামের মোট ১৭৭টি অতি দরিদ্র পরিবারকে বিভিন্ন ধরনের সহায়তা ও উপকরণ বিতরণের মাধ্যমে দারিদ্র নিরসনে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৫৪টি পরিবারকে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন প্রদান করা হয়েছে, যাতে স্বাস্থ্যঝুঁকি হ্রাস এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন নিশ্চিত করা যায়। নিরাপদ ও বিশুদ্ধ পানি ব্যবহারের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৩০টি পরিবারকে গোড়াপাকাসহ নলকূপ বিতরণ করা হয়েছে। পরিবারগুলোর আয়বর্ধন ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য ৩১টি পরিবারকে ১টি করে গাভী প্রদান করা হয়েছে। একইভাবে ৩৩টি পরিবারকে প্রতি পরিবারে ২টি করে মোট ৬৬টি ছাগল বিতরণ করা হয়েছে, যাতে তাঁরা পশুপালনের মাধ্যমে নিয়মিত আয় করতে সক্ষম হন। এছাড়াও ৭টি পরিবারকে ১টি করে ভ্যানগাড়ি প্রদান করা হয়েছে, যা তাঁদের বিকল্প আয়ের উৎস সৃষ্টিতে সহায়তা করছে। নারীদের আত্মকর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ১২টি পরিবারকে ১টি করে সেলাই মেশিন বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। নির্বাচিত

উপকারভোগীদের জন্য ১ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়, যেখানে উপকরণ সমূহের সঠিক ব্যবহার, রক্ষণাবেক্ষণ, আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম পরিচালনা এবং স্বাস্থ্য ও সচেতনতা বিষয়ক বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

"গ্রাম দারিদ্রমুক্তকরণ প্রকল্প" বাস্তবায়নের ফলে দেউলাবাড়ী গ্রামের অতি দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত পরিবারসমূহের জীবনমান উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় গৃহীত বিভিন্ন সহায়তামূলক ও আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে উপকারভোগী পরিবারগুলো সামাজিক, অর্থনৈতিক ও স্বাস্থ্যগতভাবে উপকৃত হয়েছে।

প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে নিম্নোক্ত ফলাফল অর্জিত হয়েছে -

- গ্রামের দরিদ্র পরিবারসমূহ বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ও গোড়াপাকাসহ নলকূপ প্রাপ্তির মাধ্যমে সরাসরি উপকৃত হয়েছে।
- দরিদ্র পরিবারগুলোর মাঝে নিরাপদ পানির উৎস হিসেবে গোড়াপাকাসহ নলকূপ বিতরণের ফলে বিশুদ্ধ ও নিরাপদ পানি ব্যবহারের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহারের কারণে উপকারভোগীদের স্বাস্থ্যঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে কমে এসেছে।
- আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে গাভী, ছাগল, ভ্যানগাড়ি ও সেলাই মেশিন বিতরণের ফলে উপকারভোগী পরিবারগুলো বিকল্প আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে।
- পরিবারগুলোর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হয়েছে এবং নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্যাভ্যাস গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে।

সামগ্রিকভাবে, "গ্রাম দারিদ্রমুক্তকরণ প্রকল্প" বাস্তবায়নের ফলে দেউলাবাড়ী গ্রামে সামাজিক সচেতনতা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, আয়বৃদ্ধি এবং মানবিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক পরিবর্তনের ধারা সৃষ্টি হয়েছে, যা ভবিষ্যতে টেকসই দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

অষ্টম অধ্যায়

কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচি (Agriculture Development Program)

বাংলাদেশ একটি কৃষিনির্ভর দেশ। দেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর একটি বৃহৎ অংশ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষি এবং কৃষিভিত্তিক বিভিন্ন উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত। জাতীয় অর্থনীতি সচল রাখা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে কৃষি খাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। কৃষি কেবল খাদ্য উৎপাদনের মাধ্যমই নয়, বরং দেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান ভিত্তি হিসেবেও বিবেচিত।

বর্তমানে ধান, গম, ভুট্টা, পাট, আখ, ডাল, তেলবীজ, শাক-সবজি, ফলমূল, ফুল ও রেশম চাষের পাশাপাশি মৎস্য, প্রাণিসম্পদ ও দুগ্ধ খামার উন্নয়ন কৃষি খাতকে বহুমাত্রিক ও সম্ভাবনাময় খাতে পরিণত করেছে। উন্নত বীজ উৎপাদন ও বিতরণ, মাটির উর্বরতা সংরক্ষণ, আধুনিক সেচ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ এবং পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহার দেশের কৃষি উন্নয়নে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

বাংলাদেশের কৃষক সমাজ দীর্ঘদিন ধরে সনাতন পদ্ধতিতে কৃষিকাজ পরিচালনা করলেও সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। উন্নত জাতের বীজ, আধুনিক কৃষিযন্ত্র, সুষম সার প্রয়োগ, সেচ সুবিধা এবং সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষকরা পূর্বের তুলনায় অধিক উৎপাদনে সক্ষম হচ্ছেন। এর ফলে কৃষি খাত দেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, পুষ্টি চাহিদা পূরণ এবং গ্রামীণ অর্থনীতিকে গতিশীল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

তবে কৃষি খাত এখনও বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কারণে আবাদি জমির পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে; উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি, কৃষি যান্ত্রিকীকরণের সীমাবদ্ধতা, অপরিকল্পিত সার ও কীটনাশক ব্যবহার, ভূগর্ভস্থ পানির অতিরিক্ত ব্যবহার এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব কৃষি উৎপাদনকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলছে। একইসাথে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ও টেকসই কৃষি ব্যবস্থা নিশ্চিত করাও বর্তমান সময়ের অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সময়মত উন্নতমানের বীজ, সার, সেচ, কীটনাশক ও অন্যান্য কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা অত্যন্ত জরুরি। বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, ভূমিহীন কৃষক এবং বর্গাচাষিদের জন্য সহজ শর্তে ও সময়োপযোগী কৃষি ঋণ সহায়তা, কৃষি উৎপাদন সম্প্রসারণ এবং গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বিগত ২৮ বছর যাবৎ সেবা সংস্থা বাংলাদেশে কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় পরিবেশসম্মত ও টেকসই কৃষি সম্প্রসারণে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কৃষিভিত্তিক সচেতনতা বৃদ্ধি, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির প্রসার, পরিবেশবান্ধব কৃষি চর্চার উন্নয়ন এবং ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সংস্থাটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। কৃষি সহায়তা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সেবা সংস্থা ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে কৃষি খাতে ৮৪৩০১ জন সদস্যের মাঝে মোট ৭১২,৬৪,৩৭,০০০/- টাকা ঋণ বিতরণ করেছে, যা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আয়বর্ধক কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

নবম অধ্যায়

পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচি (Environment Development Program)

সুস্থ, সুন্দর ও বাসযোগ্য পৃথিবী গড়ে তুলতে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা অত্যন্ত জরুরি। পরিবেশ রক্ষা করা না গেলে টেকসই উন্নয়ন কখনোই সম্ভব নয়। কারণ উন্নয়ন ও পরিবেশ একে অপরের পরিপূরক; পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে অর্জিত উন্নয়ন দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। তাই পরিবেশ সংরক্ষণ শুধু সরকার বা কোনো নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নয়, বরং সমাজের প্রতিটি মানুষকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সচেতন ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।

বর্তমানে মানুষের অসচেতনতা, অপরিকল্পিত নগরায়ন, শিল্পবর্জ্য, প্লাস্টিক ও পলিথিনের ব্যবহার, বৃক্ষ নিধন এবং জলাশয় দখলের কারণে পরিবেশ মারাত্মকভাবে দূষিত হচ্ছে। এর ফলে মানুষের জীবনধারণের উপযোগী পরিবেশ ক্রমেই সংকুচিত হয়ে পড়ছে। সাম্প্রতিক বিভিন্ন গবেষণা ও সরকারি তথ্য অনুযায়ী, দেশের নদ-নদীগুলো দূষণের ভয়াবহ ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। শিল্পকারখানার অপরিশোধিত বর্জ্য, ভারী ধাতু এবং রাসায়নিক পদার্থ নদীর পানিতে মিশে জলজ প্রাণী ও জীববৈচিত্র্যের উপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যাওয়ায় মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর স্বাভাবিক জীবনধারণ ব্যাহত হচ্ছে।

একইসাথে জলবায়ু পরিবর্তন, বনভূমি হ্রাস এবং কৃষিজমি কমে যাওয়ার কারণে পরিবেশগত ভারসাম্য ক্রমশ বিপন্ন হয়ে উঠছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)-এর সাম্প্রতিক জরিপ অনুযায়ী, ২০১৫ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে দেশে কৃষি জমির

পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং অপরিকল্পিত নগরায়ণ ও শিল্পায়নের ফলে প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ আবাদি জমি কৃষির বাইরে চলে যাচ্ছে। এর ফলে জীববৈচিত্র্য বিলুপ্তি, খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়া এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি সামাজিক ও পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা করা অত্যন্ত প্রয়োজন। এজন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ, পরিবেশবান্ধব নীতি বাস্তবায়ন, শিল্পবর্জ্য ব্যবস্থাপনা জোরদার, বৃক্ষরোপণ সম্প্রসারণ এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধি অপরিহার্য। একইসাথে সরকারি ও বেসরকারি উন্নয়ন কার্যক্রমে জবাবদিহিতা বৃদ্ধি এবং পরিবেশ সংরক্ষণমূলক কার্যক্রমকে আরও কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

একটি সুষ্ঠু, সুন্দর, নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সেবা সংস্থা দীর্ঘদিন ধরে পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। পরিবেশ সংরক্ষণ ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংস্থাটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম, পরিবেশবান্ধব সচেতনতামূলক প্রচারণা এবং বিভিন্ন সামাজিক উদ্যোগ বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য ও টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করতে সেবা সংস্থা তার পরিবেশ উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

দশম অধ্যায়

সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি (Social Development Program)

এমআরএ-এমএফআই উচ্চশিক্ষা বৃত্তি প্রদান কর্মসূচি:

উন্নত, সমৃদ্ধ ও জ্ঞানভিত্তিক জাতি গঠন এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) অর্জনের লক্ষ্যে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ) এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত "এমআরএ-এমএফআই উচ্চশিক্ষা বৃত্তি" কর্মসূচি দেশের সুবিধাবঞ্চিত ও অস্বচ্ছল পরিবারের মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য একটি যুগান্তকারী উদ্যোগ। এমআরএ'র সনদপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের উদ্বৃত্ত আয়ের অর্থায়নে পরিচালিত এ কর্মসূচির আওতায় স্নাতক, স্নাতকোত্তর, ডক্টরাল ও পোস্ট-ডক্টরাল পর্যায়ে অধ্যয়নরত নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করা হয়ে থাকে।

সেবা সংস্থা শুরু থেকেই এ মহতী উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে এবং সমাজের দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত পরিবারের অদম্য মেধাবী শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণে সহায়তা প্রদান করে আসছে। এ কর্মসূচির আওতায় নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের প্রতিমাসে ৫,০০০/- টাকা করে "এমআরএ-এমএফআই উচ্চশিক্ষা বৃত্তি" প্রদান করা হচ্ছে। এই সহায়তার ফলে অনেক শিক্ষার্থী আর্থিক প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে এবং নিজেদের দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ:

চলতি বছরে অতিবৃষ্টি ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলের কারণে দেশের উত্তর-পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এতে নিম্নাঞ্চলের হাজার হাজার মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়। দুর্যোগকালীন এই সংকটময় সময়ে সেবা সংস্থা মানবিক দায়িত্ববোধ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ায়।

বন্যা কবলিত এলাকায় জরুরি সহায়তা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সংস্থার পক্ষ থেকে ২০টি শাখার মাধ্যমে বিভিন্ন এলাকায় ৩৭০০ জন বন্যার্ত পরিবারের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। বিতরণকৃত ত্রাণ সামগ্রীর মধ্যে চাল, ডাল, মুড়ি, সয়াবিন তেল, লবণ, আলুসহ প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী অন্তর্ভুক্ত ছিল। এছাড়াও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর মাঝে নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি:

জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ দূষণ, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের অন্যতম কারণ হচ্ছে নির্বিচারে বৃক্ষ নিধন ও পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা। এর ফলে বিশ্বব্যাপী গ্রীনহাউজ প্রতিক্রিয়া বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়ছে। বাংলাদেশও এ সংকট থেকে মুক্ত নয়। দেশীয় বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষ দিন দিন বিলুপ্তির পথে চলে যাচ্ছে, যা পরিবেশ ও প্রতিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি করছে।

এ প্রেক্ষাপটে পরিবেশ সংরক্ষণ ও সবুজায়নের লক্ষ্যে সেবা সংস্থা দীর্ঘ ২৮ বছর যাবৎ কর্মএলাকায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। সমিতি পর্যায়ে পরিবেশ সচেতনতা সৃষ্টি, সদস্যদের বৃক্ষরোপণে উদ্বুদ্ধকরণ এবং সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সেবা সংস্থা নিয়মিতভাবে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের স্বার্থে সরকার কর্তৃক গৃহীত পরিবেশবান্ধব উদ্যোগের সাথে সেবা অংশগ্রহণ করে থাকে এবং এক্ষেত্রে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

শীতবস্ত্র বিতরণ:

মানবিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে সেবা সংস্থা প্রতিবছরের ন্যায় চলতি বছরেও শীতার্ত ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। দেশের অধিক শীতপ্রবণ এলাকার দরিদ্র, অসহায়, ছিন্নমূল ও শীতার্ত জনগোষ্ঠীর কষ্ট লাঘবে সংস্থার সামাজিক কার্যক্রমের আওতায় ৩২টি শাখার মাধ্যমে মোট ১২২৫ টি কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। বিশেষ করে পথবাসী, বাস-ট্রাক ও রেলস্টেশনে রাত্রিযাপনকারী দুঃস্থ ব্যক্তি, দুঃস্থ, নিঃস্ব গরীব-দুঃখী বৃদ্ধ নারী-পুরুষ এবং শিশুদের মাঝে এসব শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

তারুণ্যের উৎসব-২০২৫ উপলক্ষে বহুমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ঘোষিত "তারুণ্যের উৎসব-২০২৫" উপলক্ষে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী সোসিও ইকোনমিক ব্যাংকিং এসোসিয়েশন (সেবা) ১৯ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত গ্রাহক সেবা পক্ষ উদযাপন করে। এ উপলক্ষে প্রধান কার্যালয়সহ সকল জোন, এরিয়া ও শাখা কার্যালয়ে উৎসবের ব্যানার ও ড্রপ-ডাউন ব্যানার প্রদর্শন, গ্রাহক সেবা ডেস্ক স্থাপন এবং আগত গ্রাহক, বিশেষ করে তরুণ উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সেবা প্রদান করা হয়।

তারুণ্যের দক্ষতা ও সক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে দিনব্যাপী কম্পিউটার প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি তরুণ-তরুণীদের অংশগ্রহণে উদ্ভাবনী চিন্তাচর্চা, প্রযুক্তিগত দক্ষতা উন্নয়ন, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ, ইভটিজিং, যৌতুক, বাল্যবিবাহ এবং পারিবারিক সচেতনতা বিষয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। কর্মএলাকায় আলোচনা সভা, ঋণ ও সঞ্চয় বিষয়ে আর্থিক শিক্ষা এবং সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে বৃক্ষরোপণ ও বৃক্ষ বিতরণ, পরিচ্ছন্নতা অভিযান এবং দিনব্যাপী বিনামূল্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ও মেডিকেল ক্যাম্প পরিচালনা করা হয়। এ ক্যাম্পে গ্রাহক, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আহত ব্যক্তি এবং নিহত পরিবারের সদস্যদের বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয়। পাশাপাশি প্রত্যেক উপকারভোগীকে গড়ে প্রায় ৪০০ টাকা মূল্যের প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহ করা হয়।

এছাড়াও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় এবং বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়। সমগ্র কর্মসূচির মাধ্যমে তরুণ সমাজের দক্ষতা উন্নয়ন, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা জোরদারে সেবা সংস্থার অঙ্গীকার আরও সুদৃঢ়ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

একাদশ অধ্যায়

গণসচেতনতামূলক কর্মসূচি (Awareness Program)

মানুষের টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে শুধুমাত্র ঋণ সহায়তা প্রদানই যথেষ্ট নয়; এর পাশাপাশি প্রয়োজন সচেতনতা বৃদ্ধি, সামাজিক মূল্যবোধের উন্নয়ন এবং মানবিক ও নাগরিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত করা। এই উপলব্ধি থেকে সেবা সংস্থা দীর্ঘদিন ধরে কর্মএলাকার উপকারভোগীদের মাঝে বিভিন্ন গণসচেতনতামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে।

মৌলিক অধিকার বিষয়ে সচেতনতা:

মানুষের মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন, স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য মৌলিক অধিকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশের সংবিধানে নাগরিকদের জন্য আইনের দৃষ্টিতে সমতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, আইনের আশ্রয় গ্রহণের অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতা, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সমান সুযোগসহ বিভিন্ন মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করেছে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অন্যতম ভিত্তি। সেবা সংস্থা কর্মএলাকার উপকারভোগীদের এসব অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে এবং সামাজিক বৈষম্য ও অবিচার প্রতিরোধে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

শিশু সুরক্ষা ও কন্যা শিশুর নিরাপত্তা:

শিশুরা জাতির ভবিষ্যৎ। একটি নিরাপদ, সুস্থ ও মানবিক সমাজ গড়ে তুলতে শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। বর্তমানে শিশু নির্যাতন, শিশু ধর্ষণ এবং কন্যা শিশুর প্রতি সহিংসতা সমাজের একটি উদ্বেগজনক সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। পারিবারিক, সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, অসচেতনতা এবং সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার কারণে অনেক শিশু বিভিন্ন ধরনের শারীরিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে।

সেবা সংস্থা কর্মএলাকার উপকারভোগীদের মাঝে শিশু সুরক্ষা, কন্যা শিশুর অধিকার, নিরাপত্তা ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বিভিন্ন সভা, উঠান বৈঠক, পরামর্শমূলক কার্যক্রম ও সামাজিক প্রচারণার মাধ্যমে শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ, কন্যা শিশুর নিরাপদ বিকাশ, শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং পারিবারিক ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে সংস্থাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

স্বাস্থ্য, পয়ঃনিষ্কাশন ও নিরাপদ পানি ব্যবহার

দীর্ঘদিন যাবৎ সেবা সংস্থা নিরাপদ পানি ব্যবহার, স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহার, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ে উপকারভোগীদের সচেতন করে আসছে। বিভিন্ন স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক সভা ও পরামর্শ কার্যক্রমের মাধ্যমে ডায়রিয়া,

আমাশয়, টাইফয়েড, জন্ডিস, ডেঙ্গু, অপুষ্টি ও অন্যান্য সংক্রামক রোগ প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়। একইসাথে বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার, হাত ধোয়ার অভ্যাস, মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য সুরক্ষা, পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ এবং পরিচ্ছন্ন পরিবেশ বজায় রাখার বিষয়ে উপকারভোগীদের উদ্বুদ্ধ করা হয়।

নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক উন্নয়নঃ

নারীর ক্ষমতায়ন ছাড়া টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। সমাজ ও অর্থনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিতকরণ, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সেবা সংস্থা নারীদের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তুলতে প্রশিক্ষণ, উদ্বুদ্ধকরণ এবং সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। একইসাথে নারী ও শিশু অধিকার, জেন্ডার সমতা এবং সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করে যাচ্ছে।

যৌতুক, বাল্যবিবাহ ও পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধঃ

যৌতুক প্রথা আমাদের সমাজের একটি গুরুতর সামাজিক ব্যাধি, যা নারী নির্যাতন, পারিবারিক অশান্তি, বিবাহ বিচ্ছেদ এবং নানা ধরনের সহিংসতার অন্যতম কারণ। অর্থলোভ ও সামাজিক কুসংস্কারের কারণে এই প্রথা এখনও সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিদ্যমান। একইভাবে বাল্যবিবাহ কিশোরীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্বাভাবিক বিকাশকে বাঁধাগ্রস্ত করে এবং তাদের ভবিষ্যৎ জীবনকে অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে দেয়।

বর্তমান সমাজে পারিবারিক সহিংসতা, নারী নির্যাতন এবং অযাচিত তালাকের ঘটনাও উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সামান্য পারিবারিক দ্বন্দ্বের কারণেও অনেক পরিবার ভেঙে যাচ্ছে, যার নেতিবাচক প্রভাব নারী ও শিশুদের উপর সবচেয়ে বেশি পড়ছে। এ অবস্থায় পারিবারিক মূল্যবোধ, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি অত্যন্ত জরুরি। সেবা সংস্থা নিয়মিত সচেতনতামূলক সভা, উঠান বৈঠক ও পরামর্শ কার্যক্রমের মাধ্যমে যৌতুক, বাল্যবিবাহ, পারিবারিক সহিংসতা ও তালাকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে নারী-পুরুষ উভয়কে সচেতন করে আসছে।

হাম (Measles) বিষয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম :

বর্তমানে বাংলাদেশে হামের (Measles) প্রকোপ উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, বিশেষ করে টিকাদান কর্মসূচির বাইরে থাকা বা আংশিক টিকাপ্রাপ্ত শিশুদের মধ্যে হামের সংক্রমণ বেশি দেখা যাচ্ছে। এই রোগটি অত্যন্ত সংক্রামক হওয়ায় দ্রুত এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তিতে ছড়িয়ে পড়ে এবং সময়মতো সঠিক চিকিৎসা না পেলে নিউমোনিয়া, ডায়রিয়া, অপুষ্টি এমনকি মৃত্যুঝুঁকিও সৃষ্টি করতে পারে। সাম্প্রতিক সময়ে দেশে অসংখ্য শিশু হামে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে, যা জনস্বাস্থ্য পরিস্থিতিকে আরও উদ্বেগজনক করে তুলেছে।

এই প্রেক্ষাপটে সোসিও ইকোনমিক ব্যাকিং এসোসিয়েশন (সেবা) কর্মএলাকার সমিতি পর্যায়ে কর্মীদের মাধ্যমে ব্যাপক সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। কার্যক্রমের অংশ হিসেবে কমিউনিটি সভা, উঠান বৈঠক, লিফলেট বিতরণ এবং ব্যক্তিগত পরামর্শের মাধ্যমে অভিভাবকদের মধ্যে হামের

লক্ষণ, সংক্রমণ প্রতিরোধ, প্রাথমিক করণীয় এবং সময়মতো টিকাদানের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করা হচ্ছে। বিশেষভাবে শিশুদের নিয়মিত টিকাদান কর্মসূচির (EPI) আওতায় হামের টিকা গ্রহণ নিশ্চিত করার বিষয়ে জোর দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি জ্বর, কাশি, চোখ লাল হওয়া ও শরীরে র‍্যাশ দেখা দিলে দ্রুত নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। এই সচেতনতামূলক উদ্যোগের মাধ্যমে সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা উন্নয়ন এবং শিশু মৃত্যুহার হ্রাসে কার্যকর ভূমিকা রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

ডেঙ্গু, করোনা ও জনস্বাস্থ্য সচেতনতা:

বর্তমান সময়ে ডেঙ্গু, করোনা, চিকুনগুনিয়া ও অন্যান্য সংক্রামক রোগ জনস্বাস্থ্যের জন্য বড় ধরনের ঝুঁকি সৃষ্টি করেছে। অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ, জমে থাকা পানি এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে না চলার কারণে এসব রোগ দ্রুত বিস্তার লাভ করছে। তাই ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশ বজায় রাখা, বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার, স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন এবং প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।সেবা সংস্থা উপকারভোগীদের মাঝে ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ রক্ষা, স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি এবং জরুরি স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

পরিবেশ ও জলবায়ু সচেতনতা:

বর্তমান বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ দূষণ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ মানুষের জীবন ও জীবিকায় ব্যাপক প্রভাব ফেলছে। এ প্রেক্ষাপটে বৃক্ষরোপণ, পরিবেশ সংরক্ষণ, প্লাস্টিক ও পলিথিনের ক্ষতিকর ব্যবহার হ্রাস এবং পরিচ্ছন্ন পরিবেশ গড়ে তোলার বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি অত্যন্ত জরুরি। সেবা সংস্থা সামাজিক বৃক্ষরোপণ, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং জলবায়ু সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব সমাজ গঠনে কাজ করে যাচ্ছে।

কর্মসংস্থান ও দক্ষতা উন্নয়ন সচেতনতা:

বেকারত্ব দূরীকরণ এবং আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি বর্তমান সময়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা ছাড়া টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই যুব সমাজকে কারিগরি শিক্ষা, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন, সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা এবং আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এজন্য সেবা সংস্থা যুব ও নারী সদস্যদের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তুলতে দক্ষতা উন্নয়ন, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং আয়বর্ধক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হওয়ার বিষয়ে ঋণ সহায়তা, পরামর্শ ও উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

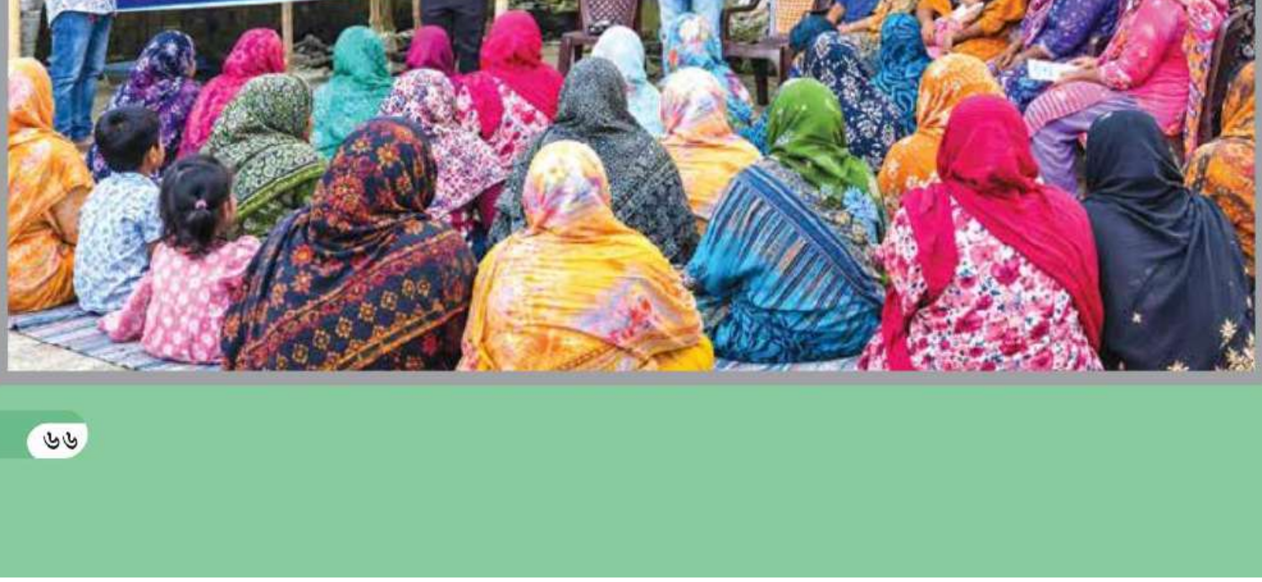

দ্বাদশ অধ্যায়

এক নজরে সেবা'র বিবিধ কর্মসূচি

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন কর্মসূচি

প্রতিবছর সেবা সংস্থা দেশের জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, স্বাধীনতা, মানবাধিকার এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারকে ধারণ করে যথাযোগ্য মর্যাদায় বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন করে আসছে। এসব দিবস উদ্‌যাপনের মাধ্যমে জাতির গৌরবময় ইতিহাস স্মরণ, নতুন প্রজন্মের মাঝে দেশপ্রেম জাগ্রত করা, সামাজিক মূল্যবোধ শক্তিশালী করা এবং মানবিক চেতনা বিকাশে সংস্থাটি ধারাবাহিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসসমূহের মধ্যে রয়েছে–মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, বিজয় দিবস, শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, জাতীয় মহিলা দিবস, জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস, জাতীয় পরিবেশ দিবস, জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা, জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ, জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ, জাতীয় কৃষি দিবস, জাতীয় স্বাস্থ্য দিবস, আন্তর্জাতিক নারী দিবস, বিশ্ব পরিবেশ দিবস, বিশ্ব খাদ্য দিবস, বিশ্ব এইডস দিবস, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

দিবসসমূহ পালনের অংশ হিসেবে সেবা'র প্রধান কার্যালয়সহ সকল শাখা, এরিয়া ও জোন অফিসসমূহের মাধ্যমে পুষ্পস্তবক অর্পণ, শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন, জাতীয় পতাকা উত্তোলন, আলোচনা সভা, র‍্যালি, মানববন্ধন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং সচেতনতামূলক বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সাথে সমন্বয় করে এসব কর্মসূচি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়ে থাকে।

সেবা'র নির্বাহী পরিচালক মোঃ রিয়াজ আহম্মেদ লিটন এর শ্রীলঙ্কায় আন্তর্জাতিক টেকনিক্যাল এক্সপোজার ভিজিটে অংশগ্রহণ

সোসিও ইকোনমিক ব্যাকিং এসোসিয়েশন (সেবা)-এর নির্বাহী পরিচালক ১২-১৮ জুন ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত, ক্রেডিট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম (সিডিএফ)-এর তত্ত্বাবধানে এবং শ্রীলঙ্কার লঙ্কান মাইক্রোফাইন্যান্স প্র্যাকটিশনার্স অ্যাসোসিয়েশন (LMFPA)-এর সহযোগিতায় আয়োজিত আন্তর্জাতিক Technical Exposure Visit-এ অংশগ্রহণ করেন। কর্মসূচিতে বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কাসহ বিভিন্ন দেশের মাইক্রোফাইন্যান্স খাতের দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞ, উন্নয়ন পেশাজীবী এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। এ সফরকালে নির্বাহী পরিচালক শ্রীলংকার সেন্ট্রাল ব্যাংকের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও মতবিনিময় করেন। মতবিনিময়কালে উভয়ের মধ্যে টেকসই ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের বিভিন্ন দিক নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়।

এই ভিজিটের উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি (Financial Inclusion), টেকসই মাইক্রোফাইন্যান্স কার্যক্রম এবং উন্নয়ন অর্থায়নের উত্তম চর্চা সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা বিনিময়। কর্মসূচির আওতায় কারিগরি সেশন, কর্মশালা, অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং মাঠপর্যায়ের পরিদর্শনের মাধ্যমে শ্রীলংকার ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, প্রযুক্তি নির্ভর আর্থিক সেবা, প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন ও গ্রাহকসেবা বিষয়ে সম্যক ধারণা লাভ করা যায়।

গৃহায়ন তহবিলের মতবিনিময় সভায় সেবা সংস্থার নির্বাহী পরিচালকের বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ

২০২৫ সালের ১৬ জুলাই টাঙ্গাইলে বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহায়ন তহবিল কর্তৃক আয়োজিত "টাঙ্গাইল জেলার গৃহায়ন তহবিলের তালিকাভুক্ত এনজিও প্রতিনিধি ও উপকারভোগীদের অংশগ্রহণে মতবিনিময় সভা (টাঙ্গাইল অঞ্চল)-২০২৫" অনুষ্ঠিত হয়। এ আয়োজনে জেলার গৃহায়ন তহবিলের তালিকাভুক্ত বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধি, উপকারভোগী এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সদস্য সচিব, গৃহায়ন তহবিল স্টিয়ারিং কমিটি। সভাপতিত্ব করেন জনাব কামরুজ্জামান, পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক ও ফান্ড ম্যানেজার, গৃহায়ন তহবিল।

সোসিও ইকোনমিক ব্যাকিং এসোসিয়েশন (সেবা)-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ রিয়াজ আহম্মেদ লিটন সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

গৃহায়ন তহবিল কর্তৃক আয়োজিত টাঙ্গাইল অঞ্চলের মতবিনিময় সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করছেন সেবা সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ রিয়াজ আহম্মেদ লিটন।

সেবা সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মোঃ রিয়াজ আহম্মেদ লিটন এফএনবি টাঙ্গাইল জেলা কমিটির সভাপতি নির্বাচিত

এনজিও ফেডারেশন (এফএনবি) টাঙ্গাইল জেলা কমিটির ত্রি-বার্ষিক সাধারণ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ২০২৬-২০২৮ মেয়াদের জন্য নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়। সেবা'র প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় সেবা'র নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ রিয়াজ আহম্মেদ লিটন সর্বসম্মতিক্রমে এফএনবি টাঙ্গাইল জেলা কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন।

উক্ত সভায় এফএনবি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের কো-অর্ডিনেটর জনাব নিমাই চাঁদ মন্ডল সংগঠনের সার্বিক কার্যক্রম উপস্থাপন করেন এবং সাংগঠনিক কার্যক্রম আরও গতিশীল ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তাঁর উপস্থিতিতে সর্বসম্মতিক্রমে নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হয়।

সভায় উপস্থিত বিভিন্ন সদস্যসংস্থার প্রতিনিধিগণ নবনির্বাচিত কমিটিকে অভিনন্দন জানিয়ে কমিটির এর সফল নেতৃত্বে এফএনবি টাঙ্গাইল জেলার কার্যক্রম আরও বেগবান হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। নবনির্বাচিত সভাপতি জনাব মোঃ রিয়াজ আহম্মেদ লিটন সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, পারস্পরিক সহযোগিতা, ঐক্য ও সম্মিলিত উদ্যোগের মাধ্যমে এফএনবি টাঙ্গাইল জেলাকে আরও শক্তিশালী, কার্যকর ও অংশগ্রহণমূলক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে গড়ে তুলতে তিনি আন্তরিকভাবে কাজ করবেন।

এফএনবি টাঙ্গাইল জেলা কমিটির নির্বাচিত অন্যান্য সদস্যদের সাথে সভাপতি জনাব মোঃ রিয়াজ আহম্মেদ লিটন

মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনায় শিক্ষার্থীদের ইন্টার্নশিপ কর্মসূচি

সোসিও ইকোনমিক ব্যাকিং এসোসিয়েশন (সেবা)-এর মানব সম্পদ বিভাগে মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এর ম্যানেজমেন্ট বিভাগের ৪ (চার) জন শিক্ষার্থী ০৫ মার্চ ২০২৬ হতে ০৪ জুন ২০২৬ পর্যন্ত ০৩ (তিন) মাসব্যাপী ইন্টার্নশিপ সম্পন্ন করেন।

ইন্টার্নশিপ কর্মসূচির অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীরা Human Resources Management: Practices and Challenges in NGO, Workforce Management Practices in NGOs শীর্ষক বিষয়ে বাস্তবভিত্তিক অধ্যয়ন করেন। এ সময়ে তারা সেবা সংস্থার মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন কার্যক্রম, যেমন–জনবল পরিকল্পনা, নিয়োগ ও নির্বাচন প্রক্রিয়া, কর্মী সংরক্ষণ, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন, কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন, উপস্থিতি ও ছুটি ব্যবস্থাপনা, কর্মপরিবেশ এবং মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ সম্পর্কে ব্যবহারিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পান।

ইন্টার্নশিপ চলাকালে মানব সম্পদ বিভাগের কর্মকর্তাগণ প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা ও তথ্যগত সহায়তা প্রদান করেন, যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের একাডেমিক জ্ঞানকে বাস্তব কর্মপরিবেশের সঙ্গে সমন্বয় করার সুযোগ লাভ করেন।

ইন্টার্নশিপকৃত ৪ জন শিক্ষার্থী এবং উপ-পরিচালক (এইচআর এন্ড প্রোগ্রাম) কর্তৃক ইন্টার্নশিপ সম্পন্নের সনদপত্র শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দিচ্ছেন

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন দিবস উদ্‌যাপন কর্মসূচি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২ ডিসেম্বর ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন/রেজুলেশনের মাধ্যমে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ) প্রতিষ্ঠা করে। দেশের বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা এবং উন্নয়ন কার্যক্রমে সমন্বয় জোরদার করার লক্ষ্যে এই ফাউন্ডেশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। পরবর্তীতে ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীকে স্মরণীয় ও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলতে প্রতিবছর ২ ডিসেম্বর "বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন দিবস" হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই দিবস উদ্‌যাপনের মাধ্যমে ফাউন্ডেশনের সাথে কর্মরত সকল সহযোগী সংস্থার মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং উন্নয়ন কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। ফাউন্ডেশনের নির্দেশনা অনুযায়ী নিজ নিজ জেলায় সহযোগী সংস্থাসমূহ পরস্পরের সমন্বয়ে দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করে থাকে।

এ প্রেক্ষিতে, সোসিও ইকোনমিক ব্যাকিং এসোসিয়েশন (সেবা) সংস্থার সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ২ ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দে টাঙ্গাইল জেলার বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন সহযোগী সংস্থাসমূহের সমন্বয়ে একটি বর্ণাঢ্য কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। কর্মসূচির মধ্যে ছিল– সেবা সংস্থার কনফারেন্স হলে আলোচনা সভা, র‍্যালি এবং কেক কাটা অনুষ্ঠান। আলোচনা সভায় উন্নয়ন কার্যক্রমে এনজিও ফাউন্ডেশনের ভূমিকা, সহযোগী সংস্থাসমূহের কার্যক্রমের অগ্রগতি, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে পারস্পরিক সহযোগিতা জোরদার করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পরবর্তীতে একটি র‍্যালি এবং দিবসটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরে কেক কাটা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কর্মসূচির সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

বিএনএফ দিবস-২০২৫ উপলক্ষে সেলিব্রেটি কেক কাটা, আলোচনা সভা ও সকল অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে র‍্যালী অনুষ্ঠিত হয়

সেবা সংস্থার ইফতার মাহ্ফিল-২০২৬ অনুষ্ঠিত

পবিত্র রমজান মাসের সংযম, ত্যাগ, আত্মশুদ্ধি ও সৌহার্দ্যের চেতনাকে ধারণ করে ০৪ মার্চ ২০২৬ খ্রি., বুধবার সোসিও ইকোনমিক ব্যাকিং এসোসিয়েশন (সেবা) কর্তৃক সংস্থার প্রধান কার্যালয়, সেবা টাওয়ার কনফারেন্স হলে এক আন্তরিক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে ইফতার মাহ্ফিল অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সেবা সংস্থার সম্মানিত উপদেষ্টা জনাব মোঃ হারুন-অর-রশিদ, পরিষদের সম্মানিত সদস্য জনাব খন্দকার আতিকুজ্জামান টুটুল এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে ভাসানী ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান জনাব খন্দকার নাজিম উদ্দীন বক্তব্য প্রদান করেন। বক্তারা সেবা সংস্থার অর্জন ও সাফল্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং রমজানের সংযম, ত্যাগ ও মানবিক মূল্যবোধকে ধারণ করে প্রতিষ্ঠানের সেবামূলক কার্যক্রম আরও সম্প্রসারণের আহ্বান জানান। পাশাপাশি তারা সংস্থার উত্তরোত্তর উন্নয়ন, সমৃদ্ধি ও দীর্ঘমেয়াদি সাফল্য কামনা করেন।

ইফতার মাহ্ফিলে সাধারণ ও কার্যনির্বাহী পর্ষদের সদস্যবৃন্দ, বোর্ড অব ডিরেক্টরস, প্রধান কার্যালয়ের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন সহযোগী বিভিন্ন ব্যাংকের ম্যানেজার ও অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। পরিশেষে সভাপতি জনাব তানভীর আহম্মেদ উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। দেশ, জাতি ও সেবা সংস্থার অব্যাহত অগ্রগতি, সমৃদ্ধি এবং সর্বস্তরের মানুষের কল্যাণ কামনা করে দোয়া ও ইফতারের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

পরিদর্শক (Visitor/Inspector)

সেবা সংস্থার কার্যক্রমের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, আর্থিক শৃঙ্খলা এবং উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের কার্যকারিতা মূল্যায়নের লক্ষ্যে প্রতি বছর বিভিন্ন দাতা সংস্থা, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, নিয়ন্ত্রক সংস্থা এবং দেশি-বিদেশি প্রতিনিধিবৃন্দ সংস্থাটি পরিদর্শন করে থাকেন। এসব পরিদর্শনের মাধ্যমে সংস্থার প্রশাসনিক কার্যক্রম, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম, সদস্যসেবা, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা হয়। পাশাপাশি উপকারভোগী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, ঋণ ব্যবহারের কার্যকারিতা এবং চলমান প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি সম্পর্কেও বিস্তারিত মূল্যায়ন করা হয়।

২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি, বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন, গৃহায়ন তহবিলসহ বিভিন্ন অর্থায়নকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ সেবা সংস্থা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে প্রতিনিধিবৃন্দ সেবা সংস্থার প্রধান কার্যালয় এবং মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন শাখা কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। তাঁরা উপকারভোগী সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করেন এবং ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম, দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রম, নারী ক্ষমতায়ন, আয়বর্ধনমূলক উদ্যোগ ও সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের বাস্তব অগ্রগতি প্রত্যক্ষ করেন। এ সময় প্রতিনিধিগণ সেবা সংস্থার আর্থিক ব্যবস্থাপনা, নিয়মিত তদারকি ব্যবস্থা, ঋণ আদায় পরিস্থিতি, সদস্যবান্ধব সেবা প্রদান এবং উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের দক্ষতা সম্পর্কে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

পরিদর্শন শেষে বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সেবা সংস্থার প্রতি আস্থা প্রকাশ করে নতুন ঋণ সুবিধা প্রদান, চলমান ঋণের নবায়ন এবং বিদ্যমান ঋণসীমা (Ceiling) বৃদ্ধি করে। এর ফলে সংস্থার আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সদস্যদের মাঝে অধিক পরিসরে ঋণ ও উন্নয়ন সহায়তা প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। পাশাপাশি এসব সহযোগিতা সংস্থার কার্যক্রম সম্প্রসারণ, নতুন কর্মসূচি গ্রহণ এবং উপকারভোগীদের টেকসই উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এছাড়াও পরিদর্শনকারী প্রতিনিধিগণ বিভিন্ন গঠনমূলক পরামর্শ ও সুপারিশ প্রদান করেন, যা সেবা সংস্থা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে কার্যক্রমের গুণগত মান আরও উন্নয়ন এবং সুশাসন নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে সেবা সংস্থা পরিদর্শনকারী প্রতিনিধিগণের চিত্র নিম্নে উপস্থাপন করা হলো–

Nakshi Homes (1st, 4th & 5th floor), 6/1/a, Segun Bagicha, Dhaka-1000, Bangladesh
Tel : 88-02-226 643014-6, Fax : 88-02-226 643088, E-mail: info@crislbd.com, Web : www.crislbd.com

Socio Economic Backing Association (SEBA)

Credit Rating Report

Socio Economic Backing Association (SEBA) has been rated by the CRISL Credit Rating Information Services on the basis of Financial Statement for year ended on 30 June 2026. The Summary of the rating in presented below:

Rating Summary:

Rating Date	Valid Date
06 August, 2026	05 August, 2027

Nature of Rating	Long-Term	Short-Term	Outlook
Initial	A+	ST-2	Stable

Rating Description

A+	**Long Term:** Investment grade. High credit quality and low expectation of credit risk. When assigned this rating indicates the obligor has strong capacity to meet its financial obligations but may be vulnerable to adverse economic conditions compared to obligors' higher credit ratings.
ST-2	**Short Term:** High certainty of timely payment. Liquidity factors are strong and supported by good fundamental protection factors. Risk factors are very small.

Rating Type : Entity/Corporate
Analyst (s) : CRISL Analyst Team
Committee (s) : CRISL Credit Rating Information Services PLC

For Chief Executive Officer
Tanzirul Islam
Vice President
Credit Rating Information and Services PLC.

ত্রয়োদশ অধ্যায়

আর্থিক প্রতিবেদন

জুলাই'২০২৫ হতে জুন'২০২৬

Independent Auditor's Report

To the Members of the General Body of Socio Economic Backing Association (SEBA)
Report on the Audit of the Financial Statements of the Micro Credit Program

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of the Micro Credit Program (MCP) of Socio Economic Backing Association (SEBA) ("the Organization"), which comprise the Consolidated Statement of Financial Position as at 30 June 2026, and the Consolidated Statement of Comprehensive Income, Consolidated Statement of Receipts and Payments, Statement of Changes in Equity and Consolidated Statement of Cash Flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Micro Credit Program of Socio-Economic Backing Association (SEBA) as at 30 June 2026, and its financial performance, its receipts and payments, its changes in equity and its cash flows for the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRSs).

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Organization in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants' International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards) (IESBA Code), together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Bangladesh, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the IESBA Code. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation of financial statements that give a true and fair view in accordance with IFRSs, the Microcredit Regulatory Authority Act 2006, the Microcredit Regulatory Authority Rules 2010 and applicable MRA circulars, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Organization's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Organization or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. Those charged with governance are responsible for overseeing the Organization's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is

ZOHA ZAMAN KABIR RASHID & CO. Chartered Accountants

EST. 1982
Zoha Zaaman Kabir Rashid & Co., a partnership firm registered in Bangladesh and a member firm of MSI Global Alliance, a leading international association of independent legal and accounting firms.
Corporate office: House 6/B, Road 32, Level 7 & 8, gulshan 1, dhaka 1212, Bangladesh.
T: +8809609-006260, E: info@zzkrca.com, W: www.zzkrca.com
A member of msi Global Alliance
Independent legal & accounting firms

sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion; evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management; and evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation. We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Report on Legal and Regulatory Requirements

In accordance with the Microcredit Regulatory Authority Act 2006 and the Microcredit Regulatory Authority Rules 2010 & Circular Number: 18 we also report the following:

we have obtained all the information and explanation which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit and made due verification thereof;

in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Micro Credit Program so far as it appeared from our examination of those books;

the statement of financial position and statement of income & expenditure dealt with by the report are in agreement with the books of account;

the expenditure incurred and payments made were for the purpose of the Micro Credit Program;

the information and explanation required by us have been received and found satisfactory;

the records and statements submitted by the branches properly reflected in the Financial Statements;

the organization has prepared its financial statements asper International Financial Reporting Standards (IFRS) adopted by the Institute of Chartered Accountants of Bangladesh (ICAB) while maintaining accounting records and preparing financial statements;

that the organization has not taken any activity which is involved in the transaction or provided services that is contrary to the Micro Credit Regulatory Authority Act 2006 and Rules 2010, and that no transaction has been made against the interest of different donors or beneficiaries of the organization;

that the organization has maintained proper books of accounts for sector-wise receipt of fund and they properly comply with the rules and regulations as per the accounting manual provided by the authority;

that the organization has kept the records separately for the purpose of collected fund under various components of micro credit activities and submits separate reports;

that the organization has properly recorded and accounted for the receipt and disbursement of fund from different donor organizations and utilized them as per their principles/terms and conditions of the agreement with the donors;

that the closing balance of last year's audited financial statements was properly carried forward as opening balance in the current year's accounts;

that the savings from the members are properly recorded and deposited to the bank on the same day, except late collections which are deposited on the next banking day; Compulsory Savings is collected weekly at Tk. 30 and above, and Voluntary & Term Savings is collected monthly (within 15 days of the month) ranging from Tk. 100 to Tk. 5,000 for 1-year, 3-year and 5-year durations; interest on savings deposits is computed on an accrual basis at the year-end at 6% per annum on Compulsory Savings and at 6%, 8% or 10% per annum on Voluntary & Term Savings depending on the 1-year, 3-year or 5-year duration respectively, and has been accounted for and presented appropriately;

that the organization complies with the provisions of the Microcredit Regulatory Authority Rules 2010 before the disbursement of loan to the beneficiaries, and loan disbursements verified on test basis were mostly found in order;

that the documents i.e. passbook/savings collection schedule, loan application form regarding loan write-off and bad loan are maintained separately at Samity level as well as MFI level;

the organization has properly complied with the rules & regulations relating to the constitution, particularly in respect of the formation and meetings of the General Body and Governing Body;

ZOHA ZAMAN KABIR RASHID & CO. Chartered Accountants

the organization has properly complied with the rules & regulations relating to the physical existence of assets acquired out of surplus service charge (income surplus) and funds received from different sources for institutional development as loan or grants;

that on a sample check, the loans were generally properly utilized by the beneficiary members, although in some cases inconsistencies were noted between the stated purpose in the loan applications and the actual use of the loan;

that all kinds of transactions were done through bank except collection of savings and disbursement of micro credit, and recovered loan and savings amounts from members were duly deposited into bank on the same/earliest date;

the organization is collecting service charge from beneficiaries at a declining rate of 24% per annum on the loan provided to them (Ref. MRA/Circular Letter No. 50). The principal loan and proportional service charges are collected in 45 equal weekly installments; service charges are accounted for on cash basis, and the amount of service charges receivable is not recognized as income;

provision for loan losses has been duly calculated at the rate of 1%, 5%, 25%, 75% and 100% respectively on good loan, watchful loan, substandard loan, doubtful loan and bad loan outstanding (Ref. MRA/Circular Letter No. 82);

we have confirmed bank balances with the bank statements and also examined the bank reconciliation statements and found them satisfactory;

that payments are made upon the approval of the appropriate authority, and we have examined the budgetary control system of the organization and found it satisfactory;

we have checked the papers/documents in support of utilized funds and found no existence of any unused fund;

we have verified the financial statements submitted to various donor organizations and regulatory authorities by the organization with proper justification and found them satisfactory;

that the organization has adopted procurement policy, human resource policy, and loan and savings policy, and complies with these policies for microfinance operations;

aa) the organization submits Income Tax return and VAT return regularly;

bb) that the auditee organization has an Internal Audit arrangement/division, and internal audits are being conducted regularly; the MFI has complied with the observations/recommendations of previous years' audits;

cc) we have checked the microfinance activities funded by own fund and such activities from own sources, adequacy of the MIS system, internal control system, adequacy of classification of loan, provisioning policy, adequacy of loan collection percentage, cost sharing between micro credit and other programs, and audit fees fixed on the basis of total loan portfolio/cost centers, and found them satisfactory;

dd) that transactions have taken place through bank for significant amounts; and

ee) the activities and transactions conducted by the organization are free from money laundering activity and terrorist financing. We examined the credit activities funded by different sources, the internal control system, loan classification, loan provisioning, principle and loan recovery rate, and have commented thereon in the relevant parts of this report where applicable. It has also been observed that the funds received under various contracts between the donor/financial institutions and the Micro Credit Program have been utilized in accordance with the respective agreements. On the basis of the above, we are of the opinion that the Micro Credit Program of Socio-Economic Backing Association (SEBA) is a viable organization to continue the micro credit program in the future.

Dated: July 30, 2026
Place: Dhaka
DVC: 2607300596AS590365

ZOHA ZAMAN KABIR RASHID & CO. Chartered Accountants

Md. Iqbal Hossain FCA
Senior Partner
Enrolment No: 596 (ICAB)
Zoha Zaman Kabir Rashid & Co.
Chartered Accountants

A member of msi Global Alliance
Independent legal & accounting firms

Socio Economic Backing Association (SEBA)

Micro Credit Program (MCP)

Consolidated Statement of Financial Position

As at 30th June 2026

Annexure-A1/2

Particulars	Notes	Amount in Taka	
		30 June 2026	30 June 2025
Properties & Assets			
Non-Current Assete		**165,476,854**	**149,810,643**
Property, Plant & Equipment (at Cost)	6.00	165,476,854	149,810,643
Current Assets :		**12,884,489,362**	**9,995,595,603**
Loan to Member's	7.00	11,292,330,465	8,858,221,527
Investments on Fixed deposit	8.00	953,594,942	670,626,489
Other Loan	9.00	20,438,417	13,082,123
Suspense Accounts	10.00	870,611	824,103
Advance Income Tax	11.00	14,305,357	-
Advance Accounts	12.00	8,519,880	7,058,721
Cash & Cash Equivalent	13.00	594,429,690	445,782,640
Total Assets		**13,049,966,216**	**10,145,406,246**
Capital Fund and Liabilities			
Capital Fund :		**1,612,028,932**	**1,372,260,048**
Cumulative Surplus	14.01	1,450,826,039	1,235,034,043
Capital Reserve	14.02	161,202,893	137,226,005
Other Fund		**63,370,373**	**53,161,178**
Depreciation Fund	14.03	63,370,373	53,161,178
Non-Current Liabilities		**2,325,117,635**	**1,034,156,397**
Loans from housing fund (Bangladesh Bank)	15.00	42,352,649	36,371,111
Loan from Bank & Others	16.00	2,282,764,986	997,785,286
Current Liabilities		**9,049,449,276**	**7,685,828,623**
Short Term Loan (CSS)	17.00	170,512,116	780,195,126
Member's Savings	18.00	6,194,794,973	4,123,742,595
Loan from Bank & Others	16.00	1,005,473,653	1,463,924,916
Loan Loss Reserve Fund	19.00	621,377,710	477,486,660
Gratuity Fund	20.00	101,366,865	63,754,198
Provident Fund	21.00	246,394,090	173,111,797
Retirement Fund	22.00	-	55,840,126
Provision for TAX	23.00	20,942,684	2,550,000
Other Current liabilities	24.00	688,587,185	545,223,205
Total Capital Fund and Liabilities		**13,049,966,216**	**10,145,406,246**

The annexed notes 1 to 32 form an integral part of these financial statements.

Chairman **Executive Director** **Finance Director**

Signed in terms of our separate report of even date.

Dated: July 30, 2026
Place: Dhaka

Md. Iqbal Hossain FCA
Senior Partner, Enrolment No. 596
Zoha Zaman Kabir Rashid & Co.
Chartered Accountants
DVC: 2607300596AS590365

A member of msi Global Alliance
Independent legal & accounting firms

Socio Economic Backing Association (SEBA)

Consolidated Statement of Comprehencive Income
For the year ended 30th June 2026

Annexure-A1/3

Particulars	Note	Amount in Taka	
		30 June 2026	30 June 2025
Income			
Service charge/Interest Income on Loan		2,288,969,077	1,813,872,088
Bank Interest		15,199,447	9,022,542
Interest on FDR		60,955,766	50,768,317
Members Admission fee		1,835,377	1,547,250
Loan Application fee		1,274,145	1,080,790
Pass Book sales		3,631,241	2,783,805
Others Income	25.00	10,029,007	9,005,980
Total Income		**2,381,894,060**	**1,888,080,772**
Expenditure			
Interest on Bank Loan		345,186,588	283,096,938
Interest on Members Savings		309,393,102	159,767,567
Interest on Short Term Loan		48,179,314	101,313,968
Rebates		40,007,794	17,744,570
Staff Salary & Benefit		777,577,802	651,362,270
Office Rent		12,263,146	9,868,650
Printing and Stationery		7,923,245	6,252,176
Staff Telephone, Mobile Allowance		5,777,133	5,202,749
Repair & Maintenance		2,832,887	2,245,423
Fuel Cost & Allowance		22,351,013	17,343,398
Electricity,Gas & Water bill		4,214,573	3,837,137
Entertainment		6,174,120	5,453,118
Advertisement		154,632	158,360
Bank charge		5,411,602	3,194,167
Legal Expenses		1,252,468	811,503
Registration fee (MRA & Others)		3,408,574	2,825,653
Staff Meeting Expenses		219,669	115,260
MRA- MFI Higher Education scholarship		335,000	485,000
Other operating expenses	26.00	294,106,360	222,418,483
Audit fee		160,000	150,000
Board Members Honorarium		315,000	344,000
Tax & VAT expense	27.00	4,504,725	34,768,982
Loan loss Provision (LLP)		218,848,005	176,575,016
Total Expenditure		**2,110,596,752**	**1,705,334,388**
Excess of Income over Expenditure before tax		**271,297,308**	**182,746,384**
Less: Provision for Income TAX	23.00	31,528,424	2,550,000
Excess of Income over Expenditure after tax		**239,768,884**	**180,196,384**
Total		**2,381,894,060**	**1,888,080,772**

The annexed notes 1 to 31 form an integral part of these financial statements.

Chairman | **Executive Director** | **Finance Director**

Signed in terms of our separate report of even date.

Dated: July 30, 2026
Place: Dhaka

Md. Iqbal Hossain FCA
Senior Partner, Enrolment No. 596
Zoha Zaman Kabir Rashid & Co.
Chartered Accountants
DVC: 2607300596AS590365

A member of msi Global Alliance
Independent legal & accounting firms

Zoha Zaman Kabir Rashid & Co.
Chartered Accountants

Socio Economic Backing Association (SEBA)

Micro Credit Program (MCP)

Consolidated Statement of Receipts and Payments

For the year ended 30th June 2026

Annexure-A1/4

Particulars	Note	Amount in Taka	
		30 June 2026	30 June 2025
Opening Balance		445,782,640	409,305,290
Cash in hand		7,657	20,431
Cash at Bank		445,774,983	409,284,859
Receipts		29,999,477,206	25,356,491,842
Service charge/Interest Income on Loan		2,288,969,077	1,813,872,088
Bank Interest		15,199,447	9,022,542
Interest on FDR		3,687,201	11,760,673
Members Admission Fee		1,835,377	1,547,250
Loan Application Fee		1,274,145	1,080,790
Pass Book sales		3,631,241	2,783,805
Fixed Deposit Encashment		396,272,463	580,540,313
Bank Loan Received		3,694,000,000	3,901,062,084
Members Savings Collection		5,134,911,081	3,296,935,460
Members Loan Principal		17,730,746,107	14,057,467,787
Others Receipts	28.00	728,951,067	1,680,419,050
Total Receipts		30,445,259,846	25,765,797,132
Payments		29,850,830,156	25,320,014,492
Members Loan Disbursement		20,239,812,000	15,682,923,000
Members Savings Return		3,192,783,174	2,230,076,487
Bank Loan Payment		3,207,972,582	4,012,948,480
Fixed Deposit Payment		632,675,000	546,500,000
Interest paid to Bank Loan		774,031	31,706,092
Interest on Members Savings		4,468,490	148,662
Interest Paid Short Term Loan		32,127,909	85,327,590
Rebates		40,007,794	17,744,570
Staff Salary & Benefit		777,577,802	651,362,270
Office Rent		12,263,146	9,868,650
Printing and Stationery		7,923,245	6,252,176
Staff Telephone ,Mobile & Postage	29.00	5,777,133	5,202,749
Entertainment		6,174,120	5,453,118
Repair & Maintenance		2,832,887	2,245,423
Fuel Cost & Allowance		22,351,013	17,343,398
Electricity & Gas, Water bill	30.00	4,214,573	3,837,137
Advertisement		154,632	158,360
Bank charge		1,816,452	2,104,063
Legal Expenses		1,252,468	811,503
Registration fee (MRA & Others)		3,408,574	2,825,653
Staff Meeting Expenses		219,669	115,260
Others Payments	31.00	1,631,000,139	1,976,617,760
Audit fee		160,000	150,000
Board Members Honorarium		315,000	344,000
Tax & VAT expenses	32.00	22,768,323	27,948,091
		151,037,439,850	127,937,420,380
Closing Balance		594,429,690	445,782,640
Cash in hand		14,818	7,657
Cash at Bank		594,414,872	445,774,983
Total		30,445,259,846	25,765,797,132

The annexed notes 1 to 31 form an integral part of these financial statements.

Chairman | **Executive Director** | **Finance Director**

Signed in terms of our separate report of even date.

Dated: July 30, 2026

Place: Dhaka

Md. Iqbal Hossain FCA
Senior Partner, Enrolment No. 596
Zoha Zaman Kabir Rashid & Co.
Chartered Accountants
DVC: 2607300596AS590365

A member of msi Global Alliance
Independent legal & accounting firms

ZZKR

Zoha Zaman Kabir Rashid & Co.
Chartered Accountants

Socio Economic Backing Association (SEBA)

Micro Credit Program (MCP)
Consolidated Statement of Cash Flows
As at 30th June 2026

Annexure-A1/6

	Particulars	Notes	2025-2026 BDT	2024-2025 BDT
A.	**Cash Flows From Operating Activities:**			
	Surplus for the period		239,768,884	180,196,384
	Net Fund increase /decrease		**239,768,884**	**180,196,384**
	Add: Amount considered as non cash items		**2,441,964,121**	**1,428,273,767**
	Loan Loss Provision (LLP)		143,891,050	43,846,069
	Depreciation on PPE		10,209,195	8,859,778
	Other Current Liabilities		139,360,110	155,790,621
	Provision for savings interest		4,003,870	(488,438)
	Members Savings		2,071,052,378	1,189,149,292
	Gratuity Fund		37,612,667	27,566,143
	Provident Fund		73,282,293	45,207,936
	Provision for Income TAX		18,392,684	2,550,000
	Retirement fund		(55,840,126)	(44,207,634)
	Sub-total of non cash items		**2,681,733,005**	**1,608,470,151**
			(2,457,278,256)	**(1,525,130,579)**
	Members Loan Outstanding		(2,434,108,938)	(1,518,913,779)
	Advance Income Tax		(14,305,357)	-
	Advance, Deposits & Prepayments		(1,461,159)	(2,173,469)
	Suspense Account		(46,508)	212,085
	Other Loan		(7,356,294)	(4,255,416)
	Net Cash Generated from Operating Activities		**224,454,749**	**83,339,572**
B	**Cash Flow from Investing Activities**			
	Acquisition of Property, Plant and Equipment		(15,666,211)	(10,046,225)
	Investments on Fixed Deposit (FDR)		(282,968,453)	1,803,559
	Bond		-	10,000,000
	Net Cash Generated from Investing Activities		**(298,634,664)**	**1,757,334**
C	**Cash Flow from Financing Activities**			
	Loans from Housing Fund		5,981,538	9,153,943
	Loan from Banks		826,528,437	131,490,612
	Short Term Loan (CSS)		(609,683,010)	(189,264,111)
	Net cash Generated from/(used in) Financing activities		**222,826,965**	**(48,619,556)**
D	**Net increase/decrease (A+B+C)**		**148,647,050**	**36,477,350**
	Add: Cash and Bank Balance at the beginning of the year		445,782,640	409,305,290
	Cash and Bank Closing Balance		**594,429,690**	**445,782,640**

The annexed notes 1 to 31 form an integral part of these financial statements.

Chairman | **Executive Director** | **Finance Director**

Signed in terms of our separate report of even date.

Dated: July 30, 2026
Place: Dhaka

ZOHA ZAMAN KABIR RASHID & CO. ZZKR Chartered Accountants

Md. Iqbal Hossain FCA
Senior Partner, Enrolment No. 596
Zoha Zaman Kabir Rashid & Co.
Chartered Accountants
DVC: 2607300596AS590365

A member of msi Global Alliance
Independent legal & accounting firms

এক নজরে জেলা ভিত্তিক সেবা'র কর্ম এলাকা
জুন ২০২৬ পর্যন্ত

১৯	জেলা
১১৩	উপজেলা
১১৪০	ইউনিয়ন/পৌরসভা
৭৩৪৬	গ্রাম
৩২৭৭৩৬	সদস্য
১৩৭৫২	সমিতি
২০১	শাখা
৪১	এরিয়া
০৯	যোন
২৩৯৩৬০	ঋণী

উপসংহার

সেবা একটি মাইক্রোক্রেডিট অর্গানাইজেশন, সমাজের দরিদ্র মানুষের পাশে দাড়িঁয়ে তাদের জীবনমান পরিবর্তনের জন্য অক্লান্তভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সেবা'র মিশন ও ভিশন বাস্তবায়নে সেবা সদা তৎপর, সামর্থ্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকলে সেবা উত্তোরোত্তর আরও বিস্তৃতিলাভ করবে বলে আশা করা যায়। এই বার্ষিক প্রতিবেদনে আমরা আমাদের সাফল্যের গল্প, প্রাপ্তি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার বিবরণ তুলে ধরেছি। আমাদের এই পথ চলতে যারা আমাদের সংগে ছিলেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে, আমরা আশা করছি এই যাত্রা আরও দৃঢ়, সফল এবং প্রাণবন্ত হবে। আমাদের এই উদ্যোগ শুধু অর্থনৈতিক সহায়তা নয়, বরং সম্পূর্ণ জীবন দৃষ্টির পরিবর্তন। সেবা তার প্রতিটি কার্যক্রমের মাধ্যমে মানুষকে স্বপ্ন দেখতে, আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলতে এবং তাদের স্বকীয়তা খুঁজে পেতে সাহায্য করে।

সোসিও ইকোনমিক ব্যাকিং এসোসিয়েশন (সেবা) একটি সদস্যভিত্তিক ক্ষুদ্রঋণ ও উন্নয়ন সংস্থা, যা সমাজের দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সেবা শুধু আর্থিক সেবা প্রদানেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং মানুষের আত্মনির্ভরশীলতা, সক্ষমতা বৃদ্ধি, সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং টেকসই জীবিকা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বহুমাত্রিক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

সেবা বিশ্বাস করে যে, উন্নয়নের প্রকৃত শক্তি নিহিত রয়েছে মানুষের ভেতরে। সেই বিশ্বাসকে ধারণ করেই আমরা সদস্যদের সম্ভাবনাকে বিকশিত করতে, তাদের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে এবং একটি মর্যাদাপূর্ণ জীবন গঠনে সহযোগিতা করে চলেছি। আমাদের প্রতিটি কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে মানুষ, মানবিক মূল্যবোধ, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন।

এই বার্ষিক প্রতিবেদনে আমরা আমাদের অর্জন, চ্যালেঞ্জ, শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরেছি। এ অগ্রযাত্রায় সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ, নিয়ন্ত্রক সংস্থা, শুভানুধ্যায়ী, কর্মীবৃন্দ, পরিচালনা পর্ষদ এবং সর্বোপরি আমাদের সম্মানিত সদস্যদের আন্তরিক সহযোগিতা ও আস্থার জন্য আমরা গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

ভবিষ্যতে প্রযুক্তিনির্ভর সেবা সম্প্রসারণ, সদস্যসেবা উন্নয়ন, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি, জলবায়ু সহনশীল উদ্যোগ এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) অর্জনে অবদান রাখার মাধ্যমে সেবা তার কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও যুগোপযোগী করে তুলতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ।

আমরা বিশ্বাস করি, সম্মিলিত প্রচেষ্টা, সততা, দক্ষতা ও মানবিক দায়বদ্ধতার মাধ্যমে সেবা আগামী দিনগুলোতেও মানুষের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে এবং একটি ন্যায়ভিত্তিক, সমৃদ্ধ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

"মানুষের ক্ষমতায়নই উন্নয়নের মূল ভিত্তি"-এই বিশ্বাসকে ধারণ করে সেবা এগিয়ে যাবে আগামীর সম্ভাবনার পথে।

Socio Economic Backing Association (SEBA)

Head Office: Seba Tower, Biswas Betka, Tangail, Bangladesh.

Phone: +88029977-51602, +88029977-62988

E-mail: seba.tangail@yahoo.com

Web: www.seba-bd.org